বসন্ত এসে গেছে

স্বপ্নশীলন

বাঁধ ভেঙে দাও...

সাহসিকা সংখ্যা (ফাল্গুন ১৪৩১: ফেব্রুয়ারি-মার্চ ২০২৫)

শুরু হচ্ছে সাহসিকা...

careercare.com.bd

www.sjiblbd.com

মুদারাবা মাসিক আমানত প্রকল্প

প্রতি মাসে স্বল্প সঞ্চয় এক সাথে অনেক টাকা দেবে নিশ্চয়

প্রতি মাসে ৫০০ টাকা থেকে ৫০,০০০ টাকার যে-কোনো পরিমাণ টাকা জমা করে বিভিন্ন মেয়াদে অর্জন করুন এককালীন বৃহৎ অংকের অর্থ (প্রাক্কালীন)

শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি.

আন্তরিক সেবায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ

স্বপ্নশীলন
বাঁধ ভেঙে দাও...

শিক্ষা, কর্মসংস্থান, উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও অনুপ্রেরণামূলক পত্রিকা
ঘোষণাপত্র নং: পত্রিকা/মাসিক/বাংলা/প্রকাশক/২০২৪-৬৪, তারিখ: ২৬/১১/২০২৪

সাহসিকা

সংখ্যা (ফাল্গুন ১৪৩১; ফেব্রুয়ারি-মার্চ ২০২৫)

সম্পাদকীয় ঠিকানা:
৬০, পশ্চিম আগারগাও, শের ই বাংলা নগর,
কাফরুল ঢাকা-১২০৭
ফোন: ০১৭০১৩০৯০৯৫, ০১৯৭২৩৫২৯৯৫
E-mail : shponoshilon@gmail.com
www.shopnoshilon.com, careercare.com.bd

স্বপ্নশীলন
বাঁধ ভেঙে দাও...

শিক্ষা, কর্মসংস্থান, উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও অনুপ্রেরণামূলক পত্রিকা

উপদেষ্টা সম্পাদক
নাজমুল হুদা

সম্পাদক
মিন্টু আহমেদ

নির্বাহী সম্পাদক
এম হাফিজ

সহসম্পাদক
হাফিজ আল আসাদ
আল আমীন
রকিবুল হান্নান (মিজান)

ইভেন্ট ব্যবস্থাপক
রেদোয়ান রাহী

বিজ্ঞাপন ব্যবস্থাপক
ইব্রাহিম খলিল

সাহসিকা সংখ্যা
(ফাল্গুন ১৪৩১: ফেব্রুয়ারি-মার্চ ২০২৫)
প্রকাশক মিন্টু আহমেদ কর্তৃক বিসমিল্লাহ্ প্রিন্টার্স ফকিরাপুল, ঢাকা থেকে প্রকাশিত।

মুদ্রণে
বর্ণমালা প্রেস
আতাসুর, কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা।

সম্পাদকীয়

ঝরা পাতায় প্রতিধ্বনিত হচ্ছে বসন্তের বার্তা। ফাগুনের মৃদু হাওয়ায় ভরে আছে মন-প্রাণ। নব চেতনায় উদ্দীপ্ত হয়ে স্বপ্নশীলনের পথচলা। স্বপ্নযাত্রার শুরু থেকে যারা নানাভাবে উৎসাহ, উসকানি দিয়ে অনুপ্রাণিত করেছেন; পাশে থেকে সহযোগিতা করেছেন সবার প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা। বিশেষ করে বাংলাদেশ সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর ও ঢাকা জেলা প্রশাসনকে আন্তরিক ধন্যবাদ স্বপ্নশীলনকে স্বল্প সময়ে অনুমোদন প্রদানের জন্য। আশা করি শিক্ষা, কর্মসংস্থান, শিল্প, উদ্যোগ ও অনুপ্রেরণামূলক উপকরণে পরিপূর্ণ পত্রিকাটি পাঠকের মন-মস্তিস্কে টনিক হিসেবে কাজ করবে; সবাইকে শানিত ও প্রাণিত করে তুলবে। স্বপ্নশীলন এর প্রতি সংখ্যায় সফলদের স্বপ্নকথন, স্বপ্নচারীদের নিয়ে আলাপন, ভ্রমণ তথ্য ও অভিজ্ঞতা নিয়ে স্বপ্নযাত্রা, উদ্ভাবন ও উন্নয়ন নিয়ে স্বপ্ন উদ্যোগ, দেশে বিদেশে পড়াশোনা ও কর্মসংস্থান নিয়ে স্বপ্নশিক্ষা এবং নানা আয়োজন নিয়ে স্বপ্নসংবাদ প্রকাশিত হবে যা সব বয়সী পাঠকের প্রাণে সহজেই পৌছে যাবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

স্বপ্নশীলনের সূচনা সংখ্যাটি আন্তজার্তিক নারী দিবসকে সামনে রেখে নারী উদ্যোক্তাদের জন্য বিশেষ আয়োজন 'সাহসিকা' কে উপজীব্য করে সাজানো হয়েছে। সহজ সরল প্রাঞ্জল ভাষায় বসন্তের আবহে নান্দনিক অঙ্গসজ্জায় মুদ্রিত সাহসিকা সংখ্যাটি আশা করি সবাইকে সম্মোহিত করবে। সম্মুখে এগিয়ে যাবার সাহস জোগাবে। 'বাঁধ ভেঙে দাও' স্লোগানে উদ্যোক্তা উন্নয়নে স্বপ্নশীলন ও কেয়ার কেয়ারের এ উদ্যোগে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা আশির্বাদসম বানী দিয়ে আমাদেরকে সম্মানিত করেছেন। অশেষ কৃতজ্ঞতা তাঁর প্রতি। যাদের মস্তিস্ক প্রসূত পরিকল্পনা, পরিশ্রম ও পৃষ্ঠপোষকতায় স্বপ্নশীলন সমহিমায় প্রকাশিত হতে যাচ্ছে, তাদেরকে সব সময় পাশে পাব এ প্রত্যাশা রাখছি।

শুভ হোক সময়

(নাজমুল হুদা)

বাণী

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সাহসিকা
বাঁধ ভেঙে দাও...
নারী উদ্যোক্তা সম্মাননা ২০২৫

প্রধান উপদেষ্টা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২০ ফাল্গুন ১৪৩১
৫ মার্চ ২০২৫

নারীরা নিজস্ব উদ্যোগে নিজেদের কর্মসংস্থান তৈরি করছেন, যা বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বড় ধরনের ইতিবাচক পরিবর্তন আনছে।

"বাঁধ ভেঙে দাও" স্লোগানে আন্তর্জাতিক নারী দিবসে 'সাহসিকা' শীর্ষক নারী উদ্যোক্তা সম্মাননা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এ বছর সাহসিকা সম্মাননা প্রাপ্ত ৮ জন নারী উদ্যোক্তাসহ সকল নারীদের জানাই শুভেচ্ছা ও আন্তরিক অভিনন্দন।

বিশেষ করে আমাদের দেশের গ্রামাঞ্চলের উদ্যোক্তারা স্থানীয় পর্যায়ে নিজেদের আর্থিক সুরক্ষা নিশ্চিত করার পাশাপাশি পরিবার ও সমাজে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। আইসিটি ও সমবায়ের পাশাপাশি আমাদের দেশের নারীরা কৃষিখাতে নতুন উদ্যোক্তা তৈরি করে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এক নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে যা দেশের টেকসই উন্নয়ন ত্বরান্বিতকরণে ভূমিকা রাখছে। দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে নারী ও পুরুষের সম্মিলিত প্রচেস্টার মাধ্যমে নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণ সম্ভব হবে বলে আমি আশা করি। বাংলাদেশি নারী উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত হস্তশিল্প, পাটজাত পণ্য, তাঁত এবং অন্যান্য প্রচলিত পণ্যের বৈশ্বিক বাজারে চাহিদা প্রচুর। এসব পণ্যের প্রচার ও প্রসারে আর্থিক সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি উদীয়মান উদ্যোক্তাদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের দক্ষতাবৃদ্ধি, প্রযুক্তিগত জ্ঞান এবং উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে দিতে পারলে তারা দেশের গন্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়েও নিজেদের মেলে ধরতে পারবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

ক্ষুধা, দারিদ্র ও বেকারমুক্ত পৃথিবী গড়ার পথে বাংলাদেশই যেন হয় আদর্শিক মাপকাঠি। নতুন নারী উদ্যোক্তা তৈরি ও তাদের উৎসাহীকরণে 'স্বপ্নশীলন' এর উদ্যোগকে আমি ধন্যবাদ জানাই এবং এই আয়োজনের সফলতা কামনা করি।

অধ্যাপক ড. মুহম্মদ ইউনূস
মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্বপ্নসূচি

- বসন্ত বার্তা: শফিক রেহমান ০৫-০৬
- উদ্যোক্তা বার্তা: ড. রুবানা হক ০৭
- উদ্যোক্তাকথন: নাসিমা আক্তার নিশা ০৮-১০
- উদ্যোক্তাকথন: রাফিয়া আক্তার ১১-১২
- উদ্যোক্তাগো AI-এর খেলা: আগামীর সাফল্যের রোডম্যাপ: ফরিদুজ্জামান স্বাধীন ১৩-১৬
- অর্থকথন: মো. মাজেদুল হক ১৭-১৮
- স্বদেশ ভাবনা জাপানের অভিজ্ঞতার আলোকে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক সংস্কার প্রস্তাব: মোহাম্মদ সাকিব হাসান ১৯-২০
- দিবস ভাবনা: লায়ন মোঃ আবুল হাশেম ২১
- স্বপ্নশিক্ষা : সুব্রত কুমার মল্লিক ২২-২৩
- স্বপ্ন ক্যাম্পাস : ইউনিভার্সিটি অব সাউথ এশিয়া ২৪
- স্বপ্নউদ্যোগ : দই বিক্রয় থেকে বই বিতরণ : জিয়াউল হক ২৬
- স্বপ্নসংবাদ: রূপার মাইক্রো লাইব্রেরি ২৭
- স্বপ্নপূরণ: বাংলাদেশ বেতারের তালিকাভুক্ত ১ম নারী ধারাভাষ্যকার : সোহানা সিরাজ ২৮-২৯
- স্বপ্নমুখ: ২০২৪ সালে বিশ্বনন্দিত বাংলাদেশি নারী:
  - ফৌজিয়া করিম ৩০
  - রিকতা আখতার বানু ৩০
  - ড. ফেরদৌসী কাদরী ৩০
  - স্থপতি মেরিনা তাবাসসুম ৩১
  - সাবরিনা রশিদ সেঁউতি ৩১
- স্বপ্ন আয়োজন: নারী উদ্যোক্তাদের অগ্রযাত্রায় অনবদ্য উদ্যোগ : রেদোয়ান রাহী ৩২-৩৪
- সাহসীকা নারী উদ্যোক্তা সম্মাননা ২০২৫ :
  - ড. আফরোজা পারভীন ৩৫
  - রিচি সোলাইমান ৩৫
  - নিশাদ নার্গিস ৩৬
  - মাকসুদা খাতুন ৩৬
  - ঈশিতা জাহাঙ্গীর ৩৬
  - ফাতিমা সুলতানা উর্মি ৩৭
  - জেবিন সুলতানা (জারা) ৩৭
  - বিজ্ঞাপণ ৪৩- ৪৪
- স্বপ্ন সংবাদ

বসন্ত বার্তা

শফিক রেহমান

লেখক, সাংবাদিক, রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও টিভি উপস্থাপক

"এই জীবনে ভালোবাসার কথা বলতে পেরেছি। ভালোবাসা দিবসকে ছড়িয়ে দিয়েছি। গিটার বাজাতে পারি। এটা তো কম কিছু নয়। আমি চাই সবাই প্রেম করুক, বিচ্ছেদ আমার ভালো লাগে না। ভালোবাসা দিবসে রাষ্ট্রীয় ছুটি ঘোষণা হোক।"

বহুদিন দেশের বাইরে থাকলেও দেশের ও দেশের মানুষের প্রতি একটা দায়বদ্ধতা অনুভব করেছি সবসময়। আমার কাছে মনে হয়েছে, দেশে একটা স্থিতিশীল পরিস্থিতি থাকা দরকার। মানুষে মানুষে বিভাজন দূর করতে হবে। দেশের মানুষের শান্তি দরকার। আমি ভেবে দেখলাম এ দেশে শান্তি আনতে হবে। সবাইকে সহনশীল আর অহিংস হতে হবে। সুতরাং ভালোবাসা দিয়ে শুরু করতে হবে। '৯২ তে যায়যায়দিন কাগজ বের করলাম। '৯৩ তে আমি প্রথম ভালোবাসা সংখ্যা বের করলাম। নানা কথা চিন্তা করে বিশেষ একটি দিবস হিসেবে ১৪ ফেব্রুয়ারিকে বেছে নিলাম। তবে তা একটু ভিন্ন আঙ্গিকে। ভ্যালেন্টাইনস ডে-নাম দিলাম না।

পশ্চিমে ভ্যালেন্টাইনস ডে প্রেমিক প্রেমিকা, স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সীমাবদ্ধ। আমি ভাবলাম বাংলাদেশে ভালোবাসা দিবস হবে এদেশের প্রেক্ষাপটে। 'ভালোবাসার দিন হবে সবার'।

আমি মনে করি ভালোবাসা সর্বজনীন। কাছের মানুষদের সঙ্গে এই দিনটিতে শত ব্যস্ততার মাঝেও একটু ভিন্নভাবে ভালোবাসা প্রকাশ করলে মানুষের মধ্যকার দূরত্ব ঘুচে যেতে পারে। ভালোবাসার একটা বহিঃপ্রকাশ থাকা উচিত। বন্ধুবান্ধব-পাড়া প্রতিবেশী, শিক্ষক-ছাত্র, পুলিশ-জনতা, বাড়িওয়ালা-ভাড়াটে, সবার মধ্যে যেন এমন ভালোবাসার সম্পর্ক তৈরি হয়। এই বহিঃপ্রকাশটা খুব সস্তায় পাওয়া যায় বলেই আমি লাল গোলাপের কথা বলছি। রাস্তাঘাটে সহজে পাওয়া যায়, সহজলভ্যও। আমি দিবসটির শুরু থেকে বলে আসছি ভালোবাসা দিবসে, এদিন সকাল বেলা, প্রিয় মানুষের সঙ্গে সুন্দর কিছু মুহূর্ত জমা থাকুক। ছেলেমেয়েরা যেন তাদের বাবা মাকে এক কাপ চা করে খাওয়ায়। আরও কিছু করা যেতে পারে। আমি লিখেও দিয়েছি, অনেককে কি করে ভালোবাসা প্রকাশ করা যাবে। যদি পয়সা থাকে তাহলে লজেন্স কিনে দাও। সবচেয়ে বড় ভালোবাসার সম্পর্ক মা ও ছেলের সম্পর্ক। দেখতে পেলাম, 'মায়ের দোয়ায় চলিলাম' শিক্ষিত-অশিক্ষিত যেই হোক তাদের সিএনজি, রিকশা,বাস,ট্রাক, কোচ-ব্যানার, দোকানের নাম কিংবা বিলবোর্ড-সব জায়গায় 'মা' কে কেন্দ্র করে চলে। এটাই একমাত্র সত্যি সম্পর্ক যেখানে কোন স্বার্থ নাই। যেখানে সন্তান তার মাকে ভাল রাখবে, মাও তার সন্তানকে ভাল রাখবে। পিতার সঙ্গে ভালোবাসার সম্পর্ক থাকলেও সন্তানের সঙ্গে তার দ্বন্দ্ব হয়। একমাত্র সব স্বার্থের উর্ধ্বে 'মা' আর সন্তানের সম্পর্ক। তো, ভালোবাসা দিবসটাকে পারিবারিক রূপ দিতে হবে। সেজন্য এটাকে ভ্যালেন্টাইনস ডে বাদ দিয়ে 'ভালোবাসা

দিবস' হিসেবে পালনের কথা ভাবলাম।

ভ্যালেন্টাইনস ডে'র মূল তত্ত্বকে ধারণ করে সুন্দর একটি বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখি আমি। যেখানে সবার মতো প্রকাশের স্বাধীনতা থাকবে। মানুষের মধ্যে সহমর্মীতা বাড়বে। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সময়ে দেয়ালে একটা গ্রাফিতি ছিল -'ধর্ম যার ধর্ম তার, দেশটা সবার।' এটা আমার খুব ভালো লেগেছে। যে যার ধর্ম পালন করবে। এটাই হওয়া উচিত। এদেশে মানুষ পাপ-পূণ্যের বিচার করে বলেই খুন খারাবি কম হয়। দয়া-দাক্ষি করা দরকার। যা করে এটা পাপ-পূণ্যের বিচারে করে। সেজন্য ধর্মটা কিন্তু আমাদের দরকার। কিন্তু ধর্মবিদ্বেষী হওয়া উচিত না। এবং যিশু খ্রিস্ট বলেছেন,' লাভ দ্যা নেইবার' আমি বলছি, আমি তো বলছি লাভ ইউর পুলিশ, লাভ ইউর বাড়িওয়ালা। 'ভালোবাসা দিবস' শুধুমাত্র একদিনের আবেগ নয়, বছরব্যাপী ভালোবাসার পরিচর্যা 'ভালোবাসা দিবস যে এত ব্যাপকতা পাবে তা ভেবে আমি কিছু করিনি। আপন মনের খেয়ালে কাজ করে গেছি। এখন তা যে সারাদেশে সার্বজনীনভাবে পালিত হয় তা দেখে আমি অসম্ভব আপতত। 'আমি সব সময় চেয়েছি সব ধরনের ভালোবাসায় পূর্ণ থাকুক প্রতিটি পরিবার, প্রতিটি সম্পর্ক, তাহলে মানুষে-মানুষে হানাহানি, প্রতিহিংসা আর বিদ্বেষ থাকবে না।' তরুণদের বিদেশ যাওয়ার চেষ্টা করা উচিত। বাইরে গেলে মন মানসিকতা উদার হয়, অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ হয়। এজন্য বিদেশি ভাষা বিশেষ করে ইংরেজি ভালভাবে শিখতে হবে। লেখালেখি করেও টাকা উপার্জন করা সম্ভব, আমি করেছি। সাংবাদিকতার পাশাপাশি সাহিত্যচর্চা করতে হবে, সৃজনশীল লেখালেখি করতে হবে। অন্য কাজে দক্ষতা থাকারও দরকার আছে। আমি গিটার বাজাতে পারি। যদি সাংবাদিক না হতাম, তাহলে গিটার শিখিয়েও চলতে পারব, এমন একটা ভাবনাও এক সময় কাজ করত। আমি কিন্তু একজন চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টও। তবে সব পরিচয়ের চাইতে লেখক পরিচয় সম্মান ও আনন্দের। সৃষ্টির আনন্দ অনবদ্য। নিজের নাম হলো সাইনবোর্ড। সুতরাং নামটাকে সুপরিচিত করে তুলতে হবে। প্রয়োজনে নিজের পরিবর্তন করে। আমার নামটা তো অনেক বেশি কমন ছিল। শফিক নামে অনেকেই আছেন। তখন মনে হলো আমার নামটা আলাদা করতে হবে। ১৯৬৫ সাল থেকে আমি শফিক রহমান না লিখে শফিক রেহমান লেখা শুরু করলাম।

শফিক রেহমান: প্রখ্যাত সাংবাদিক, রাজনৈতিক বিশ্লেষক, টিভি উপস্থাপক ও লেখক

উদ্যোক্তা বার্তা

ড. রুবানা হক

উপাচার্য, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেন

'সময় নেই' এই কথাটা বলবে না। সময় সব সময় আছে। তারুণ্য সব সময় প্রাসঙ্গিক হবে। আমাদের জায়গা দখল করবে তোমরা। কাজেই তোমরা খুঁজে দেখো, কী করতে চাও।

উদ্যোক্তা হতে চাও খুব ভালো। ঝুঁকি নিতে হবে। নিতেই হবে। তোমাদের নিরাপত্তাহীনতায় ভোগার কোনো কারণ নেই। তোমাদের নিরাপত্তাহীনতার জায়গাটা আমরা অনেকটা দূর করে দিয়েছি। আমরা মা-বাবারা তোমাদের অনেকগুলো দায়িত্ব পালন করে দিয়েছি। থাকাখাওয়ার চিন্তা তোমাদের অনেকের নেই। আর যদি চিন্তা করতেও হয়, তা-ও সংগ্রামের মধ্যেও একটা আনন্দ আছে। সংগ্রাম করতেই হবে। শর্টকাট নেই। তোমাদের প্রজন্মের প্রতি আমার একটাই অভিযোগ, তোমরা আসলে 'শর্টকাট প্রজন্ম'। 'শর্টকাট প্রজন্ম' আর 'ধুর প্রজন্ম'। কথায় কথায়, 'ধুর'। কেমন আছ? 'ধুর!' কী করছ? 'ধুর!' এই দুটো বন্ধ করতে হবে। তোমাকে অবশ্যই জীবনে আশাবাদী হতে হবে। জীবন অসীম। সময় অসীম। সময়কে তুমি বাঁধবে তোমার ইচ্ছেমতো, তোমার প্রয়োজনমতো।

পাশে আছি তোমাদের। সব সময় থাকব। কারণ তারুণ্য কখনোই ছুড়ে ফেলে দেওয়ার মতো না। কারণ তারুণ্যে হতাশা থাকতে পারে, কিন্তু তারুণ্য আবার নিজের শক্তিতেই জ্বলে ওঠে। সব সময় মনে রাখবে, যখনই সকালে উঠে খারাপ লাগবে, বাইরে থেকে হেঁটে আসো। দৌড়ে আসো। ব্যায়াম করো। মনে রাখতে হবে, তোমাদের সময়টা খুব গুরুত্বপূর্ণ। আর যোগাযোগ করো আমাদের সঙ্গে। তারুণ্য আমাদের কাছাকাছি আসবে। আমরা সারাক্ষণ পাশাপাশি কাজ করব। এই আশায় রইলাম।

'মাল্টিটাস্কিং' আমাদের জীবনের অংশ হয়ে গেছে, সব একসঙ্গে করতে হয়। কাজেই আমি কবিতা লিখি। কাজেই আমি গান শুনি। কাজেই আমি বই পড়ি। কাজেই আমি অফিসে পাগলের মতো দৌড়াই। কাজেই আমি চেষ্টা করি পড়াশোনা করে পিএইচডিটা করতে। সব করেছি। তাই সবাইকে বলবো-

- ঘর ঝাড়ু দিতে হলেও এতো ভালো করে ঝাড়ু দিবে যাতে তোমার চেয়ে ঐ কাজ ভালো কেউ করতে না পারে।
- নিজের জীবনটা এমনভাবে গড় যাতে তুমি ইতিহাস গড়তে পারো। ইতিহাস পড়া আর গড়া এক না।
- জীবনে ডিসিপিনের চেয়ে বড় আর কিছু নাই। ডিসিপিনের বাইরে গেলেই জীবন যুদ্ধ ও জীবন যাত্রা থেকে ছিটকে পড়ে যেতে হবে।
- আর ১০ জনের মতো হতে যেও না, নিজের মতো থেকো, অনুসরণ করো, অনুকরণ করো না।
- কথা কম বলো, কম লিখে সব কিছু বুঝানোর চেষ্টা করো। কোটি টাকার প্রস্তাবনাও ১ পেজে লিখো, বুলেট করে লিখো। কারো সময় নাই, দুই পেজ পড়ার।
- প্রত্যেকদিন পড়াশুনা করবে, নিজের ক্ষেত্রে নতুন কিছু শিখবে। নিজের সাথে কম্পিটিশন করবে।
- চাকরি করা মানেই দাসত্ব না, চাকরি তোমার নিজের সাথে প্রতিষ্ঠানের একটা ডিল। তুমি চুক্তিমতো কাজ করবে, নিজের সেরাটা দিবে। কেউ তোমাকে মনিটর করবে না, ফাঁকি দিলে নিজেই ঠকবে।
- চাকরি করবো না, চাকরি দিবো, বিষয়টা অহংকারের নয়, কারণ চাকরি যেমন দিতে পারতে হবে, তেমনি ভালোভাবে চাকরি করতেও পারতে হবে। এগুলো নিয়ে উদ্ধত কথা বলে কেউ সফল হতে পারে না। পরস্পর পরস্পরকে সম্মান করতে হবে।

উদ্যোক্তাকথন

নাসিমা আক্তার নিশা

প্রেসিডেন্ট, উইমেন অ্যান্ড ই-কমার্স ট্রাস্ট

আমি ছোট বেলায় অনেক কথা বলতাম। আব্বা বলতেন তুই বেশী কথা বলিস, তোকে উকিল বানাবো। তখন থেকে স্বপ্ন দেখলাম উকিল হবো। আমাদের পরিবারটি একটু রক্ষণশীল পরিবার ছিল। মেয়েরা কেউ এস এস সি'র বেশী পড়াশুনা করতো না। কিন্তু আমার খুব শখ ছিল অনেক পড়াশোনা করবো। তাই আমার আব্বা ঠিক করেছিলেন যে আমার এই শখ উনি পূরণ করবেন। কিছু হয়েছে কিছু হয়নি। চেয়েছিলাম এলএলবি পড়বো। কিন্তু তখন ঢাকা ইউনিভার্সিটি ছাড়া এলএলবি আশেপাশে কোন ইউনিভার্সিটি তে করায় না। আর এতো দূরে পরিবার থেকে অনুমতি দিবে না। স্কুল কলেজ সব বনানী তেই ছিল। তাই সেই স্বপ্ন সেখানেই শেষ। তবে যখন কলেজে ভর্তি হতে যাই, তখন আমি আর্টসে পড়তে চাইনি। বিজনেসে পড়তে চেয়েছিলাম। আব্বা তখন রাজি না হওয়াতে আর্টসে ভর্তি হতে হয়। তাই যখন ল' পড়তে পারলাম না, তখন বিবিএ তে ভর্তি হতে চাইলাম। আব্বা তখন রাজি হয়ে করিয়ে দিলেন ভর্তি। তখন আমার বয় ফ্রেন্ড ফয়সাল (পরবর্তীতে হাসব্যান্ড) ও রাজি হয়ে গেল। তাই বিজনেস নিয়েই পড়া হল আমার শেষ পর্যন্ত।

আসলে আমার কোন ইচ্ছে ছিল না কাজ করার। যেহেতু উকিল আর হওয়া হবে না, তাই ওসব আর কোন স্বপ্ন দেখতাম না। ওই যে বললাম, আমাদের পরিবার ছিল খুবই রক্ষণশীল পরিবার। ফয়সালের পরিবার ও ছিল খুব রক্ষণশীল। বউ বা মেয়েরা কাজ করে না। তাই তেমন কোন স্বপ্ন দেখার ইচ্ছে ও মনে আসেনি। আমাদের বিয়ের এক বছর পর আব্বা'র কিডনি অপারেশন হল। তারপর থেকে আব্বা আরও অসুস্থ হয়ে গেলেন। উনার মৃত্যুশয্যায় উনি আমাকে উনার কাজের দায়িত্ব দিয়ে গেলেন। ফয়সাল ও তখন অনুমতি দিল। ২০০৫ সালের ১৭ই নভেম্বর। সেই দিন থেকে শুরু হয় আমার কর্ম জীবন।

বর্তমানে অনেক কঠিন হয়ে যাচ্ছে টাইম মেনেজ করা, কিন্তু করে নিচ্ছি। ফয়সাল বেচে থাকতে আমরা দুজন বাচ্চার কাজ ভাগ করে নিতাম। তাতে আমার কাজের সুবিধা হতো। ওর মৃত্যুর পর কয়েক মাস আমি কোন কাজ করতে পারিনি। যখনি কাজ শুরু করবো তখনি কভিড ১৯ শুরু হয়ে গেল। তাই সব কিছু অনলাইনেই করতে হতো। ছেলে কে সময় দিতে অসুবিধা হতো না। এখন সব কিছু নরমাল হয়ে গেছে, স্কুল কলেজ অফিস শুরু হয়ে গেছে। তাই সময় মেনেজ করা কঠিন হয়ে গেছে। তবে আমরা মেয়েরা সব ঠিকি মেনেজ করে নিতে পারি। যৌথ পরিবারে থাকাতে ছেলে কে বাসায় রেখে কাজে যেতে পারি। আবার দেশের বাইরে বা ঢাকার বাইরে গেলে চেষ্টা করি ওকে ও সাথে নিয়ে যেতে। কয়েক টা সেক্টরে কাজ করি বিধায় সব অফিসে কাজ করতে হয়, অনেক ছুটাছুটি করতে হয়। তবে আল্লাহ'র রহমতে মেনেজ হয়েই যায়। কাজের পাশাপাশি শুধু চিন্তা করি সামনে আর কি করা যায় আমাদের নারী উদ্যোক্তাদের জন্য। আর পরিবারকে সময় দেয়ার চেষ্টা করি। গান শুনি অনেক। আগে বই পরতাম খুব। এখন টানা সেই সময়টা পাইনি। মুভি দেখার ও চেষ্টা করি মাঝে মাঝে, যদি সময় পাওয়া যায় আর কি।

নিজকে অবশ্যই রুচিশীল মানুষ বলবো আমি। কতটা স্টাইলিশ তা জানিনা। তবে এসব ব্যাপারে কাউকে ফলো ও করিনা। ভাল লাগে না আমার। আমি খুব সাধারণ মানুষ, থাকি ও খুব সাধারণ ভাবে। সেটাই আমার স্টাইল।

অবশ্যই অনেক টুকু বলে আমি মনে করি। আপনার ফ্যাশন এবং স্টাইলেই আপনার ব্যক্তিত্ব বুঝা যায়।

শাড়ি আমার খুব পছন্দ। সব প্রোগ্রামে শাড়ি পড়তে আমার ভাল লাগে। তবে সালওয়ার কামিজে আমি কমফোর্টেবল। মাঝে মাঝে প্যান্ট এবং লং ফতুয়া ও পড়তে ভাল লাগে। সমুদ্র আমার খুব পছন্দ। সমুদ্রের গর্জন শুনতে ভাল লাগে। তবে তার পাশে যদি পাহার থাকে তাহলে তো সোনায় সোহাগা। আমার ছেলে ও সমুদ্র পছন্দ করে। তাই সময় পেলেই চলে যেতে মন চায় কক্সবাজার। ধৈর্য। এই একটা জিনিস থাকতেই হবে। পজিটিভ ওয়ে তে সব হেনডেল করতে হবে। আমি সেভাবেই করি। আমার সাজেশন থাকবে মেয়েরা যেন অল্পতেই হতাশ হয়ে না পরে। অনেক ধৈর্য ধরে লেগে থাকতে হবে।

আব্বা যদি তখন উনার প্রতিষ্ঠানে আমাকে না বসাতেন, তাহলে আমার কোন প্রফেশনেই আসা হতো না। আমার ইচ্ছে ছিল সারা জীবন হাউস ওয়াইফ থাকব। এতোটুকু জীবনে আল্লাহ'র রহমতে প্রাপ্তির ঝুলি টা অনেক বড়ই বলতে হবে। কোন কিছু পাবো এই আশায় কাজ করিনি। হয়তো বা তাই বেশ কিছু প্রাপ্তি আমার ঝুলিতে এসেছে। সব থেকে বড় কথা, নারীদের কে নিয়ে কাজ করতে পারছি, তাদের কে উদ্যোক্তা হতে সাহায্য করতে পারছি, তাদের কে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে নিয়ে আসতে পারছি, এটাই আমার সব চেয়ে বড় প্রাপ্তি আলহামদুলিল্লাহ্।

ছোটবেলা থেকে আমি খুব হীনমন্যতায় ভুগতাম নিজকে নিয়ে। আমার সব ভাই বোন দের মাঝে আমি সব চেয়ে কালো আর স্বাস্থ্য ও বেশ ভাল। কিছু আত্মীয় স্বজন একটু হাসাহাসি ও করতো। তাই আমি একটু আত্মকেন্দ্রিক হয়ে গিয়েছিলাম। আমার মা আমাকে খুব সুন্দর সুন্দর কাপড় বানিয়ে দিতেন। আব্বা আমাকে সবার চাইতে বেশী আদর দিতেন । তারপর ফয়সাল আমার জীবনে আসল।

যে কাজ করছি, সেটাকে আরও ফোকাস দিয়ে করা। নারীদের উন্নয়নে আরও অনেক কিছু করার আছে আমার। স্পেশালি এক্সপোর্ট নিয়ে। দেশের বাইরে বেশিরভাগ দেশে আমাদের উই প্যাটফর্ম এর একটি করে শাখা থাকবে এবং কখনোই তা পূরণ হওয়ার নয়। আমার ভালবাসার মানুষ আমার আব্বা এবং আমার স্বামী। দুইজনই চলে গেছেন বহুদুরে। আমার প্রাপ্তি, আমার সন্মান কিছুই দেখে যেতে পারলেন না। অনেক পরিশ্রম হয়েছে। এই পথ একদিনে পাড়ি দিয়ে আসিনি। রাস্তা তা মোটেও মসৃণ ছিল না। এখনো যে সব পেয়ে গিয়েছি তাও কিন্তু নয়। অনেক কাজ করা বাকি আছে। তবে আমার পরিবারের সাপোর্ট পেয়ে গিয়েছি সব সময়, আমার বন্ধুদের সাপোর্ট পেয়ে গিয়েছি সব সময়, যা আমাকে মানসিক ভাবে এগিয়ে যেতে অনেক সাহায্য করেছে।

আমার মনে হয় ই-কমার্সে উদ্যোক্তা হওয়ার জন্যে নারীদের আগ্রহ বেশি। সাধারণত ই-কমার্স থেকে এফ-কমার্সকে তারা বেশি প্রাধান্য দেয়। কারণ ফেসবুকের মাধ্যমে তারা তাদের কার্যক্রম আরও সহজে পরিচালনা করতে পারে। সচরাচর একটা ফেসবুক পেজ খুলে প্রোডাক্ট আপলোড করে দিলেই প্রমোশন স্টার্ট হয়ে যায়। তাই মেয়েদের এফ-কমার্সেই বেশি আগ্রহ। আর ই-কমার্স যেহেতু ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সবকিছু পরিচালনা করতে হয়,তাই সেসব কিছু তারা শিখতে চায়। তাদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিলে আমি মনে করি, এখানে নারী উদ্যোক্তা বাড়বে। এরইমধ্যে অনেকে আমাদের কাছে রিয়েল ই-কমার্স উদ্যোক্তা হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছে। আমি এই জায়গাতেই কাজ করার চেষ্টা করছি। যারা নতুন যুক্ত হচ্ছেন তাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে তাদের নির্দিষ্ট কোনো বিজনেস প্যান নেই। এমনকি ফিন্যান্সিয়াল প্যান সম্পর্কেও তাদের তেমন জ্ঞান নেই। এক্ষেত্রে স্কিল ডেভেলপম্যান্টটাই সবচেয়ে ইম্পরট্যান্ট।

দ্বিতীয় সমস্যা হলো তাদের ফান্ডিং-এর সংকট থাকে। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা হলে অবশ্য খুব বেশি ফান্ডের প্রয়োজন নেই। কিন্তু যতটুকু প্রয়োজন ঠিক ততটুকুও তাদের কাছে থাকে না। যেমন একটা মোবাইল দরকার বিজনেস অপারেট করার জন্যে, ল্যাপটপ তো অবশ্যই লাগবে। তবে ল্যাপটপ ছাড়া মোবাইল দিয়েও কাজ চলে। অথচ মোবাইলটা কেনার মতোও পর্যাপ্ত

টাকা তাদের কাছে থাকে না। এ ধরনের কাজ পরিচালনায় একটা ভালো মানের মোবাইল লাগে। আর ভালো মানের মোবাইল কিনতে গেলে তার একটু বেশি খরচ পড়ে।এই যেমন তার প্রোডাক্টের ছবি তুলতে হয়, এই মোবাইল দিয়ে বিজনেস পরিচালনা করে আবার অধিকাংশ সময় নিজের মোবাইল দিয়েই নিজের ট্রেনিংটা সে করে। আবার মেটিরিয়ালগুলো যে বিক্রি করবে, তার জন্যেও ফান্ডিং প্রয়োজন হয়। এই ফান্ডিংটাই মূলত আমাদের উদ্যোক্তাদের জন্যে প্রধান চ্যালেঞ্জ। এ ব্যাপারে আমার মনে হয়, আমরা যেহেতু নারী উদ্যোক্তাদের নিয়েই কাজ করছি, সেহেতু তাদের নিয়েই কিছু বলি। নরমালি ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের কমপ্লেইন কিন্তু আমাদের কাছে কম আসে। এখন আমের সিজন যখন শুরু হয়েছে এক্ষেত্রে আমাদের একটা চ্যালেঞ্জ নিতে হবে। এই যেমন আম ও লিচু পচে যাওয়ার কমপ্লেইন আসে। আসলে কখন অর্ডারটা নেবো আর কতদিনে আমার অর্ডারটা পৌঁছাবে এবং পৌঁছানোর পর আম কিংবা লিচু কতটা ঠিক থাকবে। এখানে আন্ডারস্ট্যান্ডিং-এর একটা গ্যাপ থাকে। এই গ্যাপটা যতদিন না ফিলআপ হচ্ছে, ততদিন আমার মনে হয় সমস্যা থেকে যাবে। আমার মনে হয় উদ্যোক্তাদের আগে এই জায়গাগুলো ভালোভাবে শিখতে হবে, জানতে হবে, বুঝতে হবে। আসলে আমি কোন অর্ডারটা কতদিন আগে নিতে পারবো, অথবা আমার কী অর্ডারটা নেওয়া উচিত হবে, কিংবা আমি অর্ডারটা কমপ্লিট করতে পারবো কি না, এসব সমস্যার সমাধান আগে করতে হবে। বুঝে না বুঝে অর্ডারটা আমি নিয়ে নিলাম এবং সময়মতো অর্ডারটা ডেলিভারি করতে পারলাম না; তাহলে সমস্যা দিনে দিনে বাড়তে থাকে। তখন মার্কেটটা আনস্টেবল হয়ে যাবে।

মাঝেমাঝে প্রোডাক্ট নিয়ে ঠকে যাওয়ার অভিযোগ পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে নারী উদ্যোক্তাদের কাছ থেকে তুলনামূলকভাবে একটু কম অভিযোগ আসে। তাদের এই সমস্যা থেকে বের করে আনার মূল সমাধান হচ্ছে ট্রেনিং। যত বেশি তাদের ট্রেনিং দেওয়া যাবে এবং যত বেশি তাদের স্কিল ডেভেলপমেন্ট করা যাবে, ততই এই ধরনের চ্যালেঞ্জ থেকে বের হয়ে আসা যাবে।

কেউ স্বপ্ন দেখা ভুলবেন না দয়া করে। যান্ত্রিক জীবনে আমরা অনেক সময় নিজের কথা তা ভুলে যাই, নিজের স্বপ্ন টা ভুলে যাই। সেটা না করে আসুন আমরা নিজের স্বপ্ন কে পূরণ করার চেষ্টা করি। চেষ্টা করি নিজের জীবন টাকেসফল করার পাশাপাশি সার্থক যেন করতে পারি।

উদ্যোক্তাকথন

রাফিয়া আক্তার
সভাপতি, নারী উদ্যোক্তা ফোরাম

খুব অল্প বয়সেই আমার ভিতর উপলব্ধিটা হয়েছিল যে, আমাকে নিজে কিছু করতে হবে। এর একটা বিশেষ কারণ হচ্ছে, আমি আমার প্রয়োজনীয় কোন জিনিস কারো কাছে এমনকি আমার বাবা-মার কাছেও চাইতে পারতাম না, এখনও পারিনা, কারো কাছেই না। কেন পারতাম না বা কেন পারিনা সেই কারণ আমি জানিনা।

আর তাই শুরু করলাম পড়ালেখার পাশাপাশি টিউশনি করা। সেই থেকে শুরু নিজে কিছু করার। আস্তে আস্তে শুরু হলো ব্যবসার।

সময়টা ছিল ১৯৯৮, কাজ শুরু করেছিলাম লেদারের ব্যাগ নিজের ডিজাইনে। ঢাকায় তখন প্রথম সুপার শপ (স্টপ এন শপ) চালু হয়। ইউনিভার্সিটির পাশে হওয়াতে আমি আর আমার বন্ধু মিলে সেখানে যাই স্যাম্পল নিয়ে। স্যাম্পল সাবমিট করার ৭ দিন পর খবর পেলাম এপরুভ হয়েছে।

খুশিতে শখে ৫০ টা ব্যাগ রেডি করলাম। ২ মাসের মধ্যে আলহামদুলিল্লাহ সব সেল। শখে শুরু করা। ধরে রেখে আগাতে হবে এমন চিন্তা মাথায় ছিলনা। ফলে দীর্ঘ গ্যাপ। আবার এক বছর পরে ইচ্ছা হলো বক শিখার। ইউনিভার্সিটির ক্লাসের গ্যাপে গ্যাপে এক বন্ধুর বাসায় গিয়ে ওর কাছে শিখতে শুরু করলাম। নিজের , মায়ের কাপড় বক করা শুরু করলাম। সেই কাপড় দেখে আশেপাশে অনেকে বলতো তাদেরটা করে দেয়ার জন্য। নিজের টাকা খরচ করে রং কিনে এমনি এমনি করে দিতাম, কোন লাভ বা ক্ষতির হিসেব ছাড়া। কিছুদিন পর সেটাও আর ধরে রাখিনি। বয়সটা এমন ছিল যে তখন এসব দীর্ঘ মেয়াদে ব্যবসার চিন্তা করতে পারিনি। এছাড়া নিজের অজ্ঞতার কারনেও বেশি দিন ধরে রাখতে পারিনি। ভুল ধরে বুঝিয়ে দেয়ার কেউ ছিলনা। বাসা থেকে বাবা মা কেউ চাইতেন না ব্যবসা করি।

এরপর বিয়ে। কিছুদিন পর শুরু হলো চাকুরি জীবন। চাকুরি জীবন ৯ মাস। এই ৯ মাসের প্রতিটি দিন মনে হয়েছে চাকুরি আমার জন্য না। ৯ টা - ৫ টা অফিস আমার জন্য না। সেই চিন্তা থেকেই প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে বক টাইডাই ট্রেনিং নেয়া এবং চাকুরি ছেড়ে সলোপ্রেনার হিসেবে ব্যবসা শুরু ২০০৬। কিছুদিন করে নানা বাঁধা বিপত্তি, কিছু অসংলগ্নতা ফলে আবারও বন্ধ করে দেই।

আবারও দীর্ঘ গ্যাপ। আবার ২০০৮ এ শুরু করে একটু একটু করে ২০১০ পর্যন্ত আসি।

২০১০, সেই শুরুটা ছিল সলোপ্রেনার হিসেবেই। কয়কেটা বকের ডাইস আর কিছু গজ কাপড় নিয়ে। কিছুদিন পর আবার হাজার প্রতিকূলতা, এবার আর থামিনি। লাভের হিসাব করিনি কখনও, সাথে লসেরও না, হারিয়েছি অনেক প্রিয় জিনিস, অনেক প্রিয় সময়। তবুও থেমে যাইনি। ২০১২ তে কারখানা চালু করি। অনেক চড়াই উতরাই পাড় করে এখন আমি অন্টারপ্রেনার।

তখন পরিবার, বন্ধু, আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীরা পোশাক তৈরি করতো। উপার্জন কেমন হবে জানা ছিল না, ছিল না কোনো চাহিদা। চিন্তা ছিল একটাই শুরু যখন করেছি টিকে থাকতে হবে।

উদ্যোক্তা জীবনে চড়াই উতরাই থাকবেই কিন্তু নিজের চেষ্টা, ইচ্ছা শক্তি ও পরিশ্রম করার মানসিকতা নিয়ে লেগে থাকতে হবে। আমি বিশ্বাস করি যে কোন কাজ এবং অর্জন সবার মাঝে ছড়িয়ে দিতে হবে এবং সবাই একসাথে কাজ করলে এগিয়ে

যাব আমরা, এগিয়ে যাবে দেশ।

সে বিশ্বাসে উদ্যোক্তা জীবনের পাশাপাশি শুরু করেছি নারী উদ্যোক্তা ফোরাম নামক একটি সংগঠনের। কারন আমি যখন থেকে উদ্যোক্তা জীবন শুরু করেছি, আমি একেবারে নতুন ছিলাম, ছিল না কোন দক্ষতা। জানা ছিল না কিভাবে কাজ করতে হবে, কিভাবে কাস্টমার পেতে এবং হ্যান্ডল করতে হয়, অনেক জটিলতার মুখোমুখি হয়েছি বারবার, ব্যবসায়িক অজ্ঞতা এবং ভুল সংশোধনের কেউ ছিলনা তাই হোঁচট খেয়েছি বারবার। আর এই বাঁধা বিপত্তি কারনে বারবার পিছিয়ে পড়েছি। এই ভাবনা গুলো থেকে মনে হয়েছে এখন নারীরা যারা উদ্যোক্তা জীবন শুরু করেছেন তারা যেন মসৃণ ভাবে তাদের উদ্যোক্তা জীবন শুরু করতে পারে, তারা যেন সমস্যায় পড়লে সমস্যা শেয়ার করার জায়গা থাকে, সমাধানের রাস্তা খুঁজে বের করতে পারে, ব্যবসায়ীক দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রশিক্ষণ নিতে পারে, নেটওয়ার্কিং তৈরী করে ব্যবসার প্রসার ঘটাতে পারে। এই চিন্তা থেকেই বিশ্ব যখন প্রতিবন্ধকতার বেড়াজালে জড়িয়ে তখন নারী উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করে তাদের প্রতিভাকে প্রকাশ করার লক্ষ্যে শুধু নিজের জন্য নয়, সবার জন্য কিছু করার উদ্দেশ্য নিয়ে, দেশীও পণ্য নিয়ে কাজ করা নারীদের নিয়ে নারী উদ্যোক্তা ফোরামের যাত্রা ২০২০ এর ২৭ মার্চ থেকে অনলাইন প্ল্যাটফর্মে।

নারী উদ্যোক্তা ফোরাম শুরু হয় অনলাইনের মাধ্যমে কিন্তু এখন এর ব্যাপ্তি ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে। নারী উদ্যোক্তা ফোরাম এখন কাজ করছে অনলাইন অফলাইন দুটোতেই। এখন ৪৮ হাজার সদস্যের পরিবার ।

নারী উদ্যোক্তাদের যে জায়গাগুলোতে সাহায্যের প্রয়োজন আমরা সেই জায়গাগুলোতে কাজ করার চেষ্টা করছি। এখান থেকে অনেক নারী এখন উদ্যোক্তা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। নারী উদ্যোক্তা ফোরামের মাধ্যমে বিভিন্ন কার্যক্রম আমরা বছরব্যাপী করে থাকি যেমন: ট্রেনিং ,ওয়ার্কশপ, সেমিনার, ঢাকা ও ঢাকার বাইরের উদ্যোক্তাদের সাথে মিট আপ, নারীর উদ্যোক্তাদের পণ্য প্রদর্শনীর সুবিধা, নেটওয়ার্কিং এবং ব্র্যান্ডিং এ সহযোগিতা করা। প্রযুক্তিগত সহায়তা এবং ব্যবসায়ের পরামর্শ প্রদানের, যারা আমাদের দেশীয় পণ্য নিয়ে কাজ করে তাদের প্রচার ও প্রসারে কাজ করে যাচ্ছি এবং নতুন ব্যবসায়দের চেষ্টা করি আমার ক্ষুদ্র জ্ঞান থেকে কিছু দেয়ার যাতে তারা অল্প হলেও উপকৃত হয় এবং ব্যবসায়ীক কাজে লাগাতে পারে।

সামাজিক কার্যক্রমের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ, বৃক্ষরোপণ, বিশেষ শিশুদের নিয়ে কাজ, আর্ট কম্পিটিশন এবং বিভিন্ন ধরনের এওয়ারনেস প্রোগ্রাম। এছাড়া আমাদের নারী উদ্যোক্তা ফোরামের সদস্যদের জন্য দুটো আউটলেটের ব্যবস্থা করা হয়েছে, নাম 'ঐকতান '। একটি মিরপুর, অন্যটি মোহাম্মদপুর অবস্হিত। যেখানে আপাতত ৫০ জন উদ্যোক্তার পণ্য প্রদর্শনের সুযোগ করেছি।

এছাড়াও আমাদের নারী উদ্যোক্তা ফোরামের বেশ কিছু নারী উদ্যোক্তা সরকারি অনুদান পেয়েছে।

আমি দেশীয় ঐতিহ্য কে টিকিয়ে রাখার পাশাপাশি কিছু মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিতে চাই।

দেশীয় পণ্যের ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখতে এবং দেশীয় পণ্যের বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে

দেশীয় শিল্পেদের সাথে জড়িত মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের স্বার্থ সংরক্ষণে এবং দেশের অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখতে চাই

অদূর ভবিষ্যতে, উদ্যোক্তাদের জন্য তৈরি ঐকতান স্টোরের মাধ্যম উদ্যোক্তাদের পণ্য দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এবং দেশের বাইরে পৌঁছানো এবং সুবিধাবঞ্চিত নারী উদ্যোক্তা প্রত্যন্ত অঞ্চলের মহিলারা যারা প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারেনা ফলে তাদের কাছে অনেক ট্রাডিশনাল রিসোর্স থাকা সত্বেও সরাসরি ব্যবসাতে নামতে পারছেন না তাদেরকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে চাই যেন তারা নিজ গুনে, নিজ যোগ্যতায় সামনে এগিয়ে আসত পারে।

চেষ্টা করছি, সফল বা সফলতা কতদূর জানা নেই, কিন্তু টিকে থাকতে চাই। আমার কাছে টিকে থাকাটাই বড় সফলতা।

উদ্যোক্তাগো AI-এর খেলা: আগামীর সাফল্যের রোডম্যাপ

ফরিদুজ্জামান স্বাধীন

ডিজিটাল মার্কেটিং এক্সপার্ট ও সমন্বয়ক, সাহসিকা

এ আই নিয়ে ছবি থাকবে এইযুগে ব্যবসা আর আগের মতন নাই! আগে সবকিছু হাতে-কলমে করতে হইত, এখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) সব হাল ধরতেছে। নারী উদ্যোক্তাদের লাইগা তো অও একরকম আশীর্বাদ! সময় বাঁচায়, খরচ কমায়, কাস্টমার ধরতে সাহায্য করে এইসব সুবিধা ভাইরাল। বিশ্বব্যাপী অও এখন ব্যবসার একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হইয়া গেছে। ই-কমার্স থেকে শুরু কইরা সার্ভিস বেইসড বিজনেস, অও ছাড়া কল্পনা করা যায় না। বড় বড় কোম্পানিগুলা তো অও দিয়াই তাদের মার্কেটিং, কাস্টমার সার্ভিস, আর ডাটা অ্যানালাইসিস চালাইতেছে। কিন্তু এখন ছোট-মাঝারি উদ্যোক্তাদের জন্যও অও একটা গেম চেঞ্জার।

বিশেষ কইরা নারী উদ্যোক্তাদের জন্য AI একটা বড় সুযোগ আনতে পারে। কারণ ব্যবসায় সফল হওয়ার জন্য শুধু পরিশ্রম করলেই হবে না, বুদ্ধি খাটাইতে হইবে। যারা স্মার্টলি অও ব্যবহার করতে পারে, তারাই প্রতিযোগিতায় এগিয়ে থাকে। AI দিয়া সময় বাঁচানো যায়, কম খরচে অনেক বেশি কাস্টমার ধরা যায়, আর বিজনেসকেও নতুন উচ্চতায় নিয়া যাওয়া যায়।

এই লেখায় আমরা জানবো কেমনে AI নারীদের ব্যবসায় কাজে লাগতে পারে, কেমন ধরনের AI টুলস ইউজ করলে সময় আর টাকা দুটোই বাঁচবে, আর কীভাবে অও দিয়া ব্যবসার গ্রোথ নিশ্চিত করা যায়!

(১) AI দিয়া বিজনেস প্ল্যান তৈরি: ChatGPT-এর ভূমিকা

একটা সফল ব্যাবসার মূল ভিত্তি হইলো একটা গোছানো পরিকল্পনা। ঠিকমতন প্ল্যান ছাড়া ব্যাবসা চালানো যেমন কঠিন, তেমনি রিস্কিও বেশি। একজন উদ্যোক্তার প্রথম কাজ হইলো নিজের ব্যাবসার লক্ষ্য ঠিক করা, বাজারের চাহিদা বোঝা, প্রতিযোগীদের অবস্থা দেখা, আর কাস্টমারদের কী লাগবে সেইটা বিশ্লেষণ করা। এসব দিক চিন্তড়া কইরা যদি একটা কার্যকর বিজনেস প্ল্যান বানানো যায়, তাইলে সফলতা নিশ্চিত হওয়া অনেকটাই সহজ হইয়া যায়। আগে এই ধরণের প্ল্যান করতে অনেক সময় আর টাকা লাগতো, এখন কিন্তু ChatGPT-এর মতো অও টুলস এইসব কাজ অনেক দ্রুত কইরা দিতেছে।

AI এখন ব্যাবসার প্রতিটা ধাপে সাহায্য করতে পারে, বিশেষ কইরা বিজনেস আইডিয়া খোঁজা, বাজার গবেষণা করা, কাস্টমার সেগমেন্ট নির্ধারণ, দাম ঠিক করা, বিক্রি বাড়ানোর স্ট্র্যাটেজি বানানো আর ফাইন্যান্স প্ল্যান করা। ChatGPT উদ্যোক্তারে বাজারের বর্তমান অবস্থা বোঝাইতে পারে, প্রতিযোগীদের বিশ্লেষণ করতে পারে আর কাস্টমারদের আসল চাহিদাটা কী সেইটা জানাইতে পারে। AI ঠিক এমনভাবে কাজ করে, যেন এক অভিজ্ঞ কনসালটেন্ট আপনের পাশে বইসা সবকিছু সাজাইয়া দিতেছে।

একটা ভালো বিজনেস প্লানের জন্য কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস মাথায় রাখা দরকার। প্রথমত, ব্যাবসার ধরন ঠিক করা লাগবে আপনের ব্যবসা কী ই-কমার্স, সার্ভিস ভিত্তিক, ম্যানুফ্যাকচারিং, এডুকেশন, না অন্য কোনো সেক্টরে পড়বে? AI এই বিষয়টা চিহ্নিত করতে পারে আর সম্ভাব্য চাহিদা বিশ্লেষণ কইরা দেয়। দ্বিতীয়ত, বাজার গবেষণা করা লাগবে, কারণ ব্যাবসায় টিকতে হলে মার্কেটের অবস্থা জানা দরকার। AI অ্যানালাইসিস কইরা দেখাইতে পারে প্রতিযোগীরা কী করতেছে, বাজারের ট্রেন্ড কেমন, আর গ্রাহকদের আসল আগ্রহ কই।

বিজনেস প্যানের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হইলো ফাইন্যান্সিয়াল পরিকল্পনা। অও আপনের ইনভেস্টমেন্ট কত লাগবো, আয় কেমন হইতে পারে আর খরচ কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করবেন, সেইসব তথ্য দিয়ে দিতে পারে। যেসব উদ্যোক্তা ইনভেস্টর

খুঁজতেছেন, তাদের লাইগা AI পিচ ডেক তৈরি করতেও সাহায্য করতে পারে। এতে ইনভেস্টরদের আকৃষ্ট করা আরও সহজ হয়।

SWOT অ্যানালাইসিস করাও একটা বড় ব্যাপার, যেটা AI দিয়া করা যায়। এই অ্যানালাইসিসের মাধ্যমে আপনে জানতে পারবেন, আপনের ব্যাবসার মূল শক্তির জায়গাগুলো কী, কোথায় উন্নতির দরকার, প্রতিযোগিতায় কীভাবে টিকতে পারবেন, আর ভবিষ্যতে কী কী চ্যালেঞ্জ আসতে পারে।

নারী উদ্যোক্তাদের জন্য AI-ভিত্তিক বিজনেস প্ল্যান খুবই কার্যকর, কারণ এতে কম সময়ে বেশি কিছু করা যায়। অনেক নারী উদ্যোক্তা ব্যাবসার পাশাপাশি সংসারও সামলান, তাই অও দিয়া তারা অনেক সময় বাঁচাইতে পারেন। তাছাড়া, AI-ভিত্তিক পরিকল্পনা কম খরচে আরও কার্যকর ডিসিশন নিতে সাহায্য করে, যেটা নতুন উদ্যোক্তাদের জন্য বিশেষভাবে দরকারি।

সব মিলাইয়া, ChatGPT আর অন্যান্য AI টুলস ব্যবহার কইরা একজন উদ্যোক্তা তার ব্যাবসার জন্য একটা শক্তিশালী আর কার্যকর পরিকল্পনা বানাইতে পারেন, যেইটা তার ব্যাবসারে গ্রো করাইতে আর বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকাইয়া থাকতে সাহায্য করবে।

কামের কিছু টুলের লিস্টঃ ফ্রি- ChatGPT, Notion AI, Copy.ai, Taskade AI, Tability পেইডঃ ChatGPT Plus, Jasper AI, Writesonic, ClickUp AI, BizPlanner AI

(২) AI দিয়া ব্যাবসার অটোমেশন: সময় আর ট্যাকা দুটাই বাঁচানোর খেলা

ব্যবসা চালাইতে গেলে হাজার রকমের কাম থাকে কাস্টমারগো মেসেজের উত্তর দেওয়া, হিসাব-নিকাশ দেখা, সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট দেওয়া, ইনভেন্টরি ম্যানেজ করা এইসব করতে করতে দিনের শেষ হয়া যায়। কিন্তু কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) এখন এইসব কাজের অনেকটাই আপনে না করলেও চলবে, মানে অটোমেটেড কইরা ফালাইতেছে। এর ফলে ব্যবসা চালানো সহজ হয়া যায়, সময় বাঁচে, খরচও কমে। নারী উদ্যোক্তাগো লাইগা তো AI একদম আশীর্বাদ!

আগে কাস্টমার সাপোর্ট দিতে হইলে আলাদা লোক লাগতো, কিন্তু এখন AI চ্যাটবট ২৪/৭ কাস্টমারগো সাপোর্ট দিতে পারে। Zendesk, Drift, ChatGPT-ভিত্তিক চ্যাটবট দিয়া অটোমেটিক রিপ্লাই দেওয়া যায়, ফলে আপনে না থাকলেও কাস্টমারগো কাস্টমার সার্ভিস থামে না! ই-কমার্স বা সার্ভিস বেইসড ব্যাবসায় এইটা দারুণ কাজে দেয়।

ফাইন্যান্স ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রেও AI বিশাল ভূমিকা রাখতেছে। হিসাব-নিকাশ রাখা, ইনভয়েস তৈরি করা, লাভ-লোকসান বিশ্লেষণ করা এইসব কাজ AI দিয়া এক ক্লিকে করা যায়। QuickBooks, Xero, Wave AI-এর মতো টুল ব্যবহার করলে কই কোন খাতে বেশি খরচ হইতেছে, কোন জায়গায় খরচ কমানো দরকার, সবকিছুর হিসাব আপনের হাতের মুঠোয় থাকবো।

ব্যবসায় সফল হইতে চাইলে ইনভেন্টরি ঠিকমতো ম্যানেজ করাও দরকার। পণ্য স্টকে আছে নাকি নাই, কোনটা বেশি বিক্রি হইতেছে, কাস্টমাররা কোন পণ্য বেশি চাচ্ছে এইসব তথ্য অও অ্যানালাইসিস কইরা আগেই বলে দিতে পারে। Zoho Inventory, NetSuite, TradeGecko দিয়া স্টক ম্যানেজ করা একদমই সহজ, ফলে ব্যাবসা কইতেও ঝামেলা নাই।

আর AI দিয়া মার্কেটিং অটোমেশন তো এক কথায় গেম চেঞ্জার! আগে ফেসবুক বা ইনস্টাগ্রামে ম্যানুয়ালি পোস্ট দিতে হইতো, এখন HubSpot, Marketo, Mailchimp AI দিয়া পোস্ট শিডিউল কইরা রাখা যায়, ইমেইল মার্কেটিং চালানো যায়, এমনকি AI বলে দিতে পারে কোন টাইমে পোস্ট দিলে বেশি কাস্টমার রিচ করবে। এতে নারী উদ্যোক্তাগো আলাদা লোক না রাখলেও হয়, নিজের ব্যাবসার মার্কেটিং নিজেই স্মার্টলি করতে পারে!

সবচেয়ে বড় কথা, AI দিয়া কাজ করলে সময় বাঁচে, ভুল কম হয়, খরচও কম লাগে। একই ধরনের বারবার করা কাজ AI দিয়া অটোমেটেড কইরা ফালাইলে উদ্যোক্তারা ব্যবসার আসল জায়গায় বেশি মনোযোগ দিতে পারে। তাই যারা এখনো AI ব্যবহার শুরু করেন নাই, তারা দ্রুত শিখে লওন, না হলে কিন্তু পিছাইয়া পড়বেন! কামের কিছু টুলের লিস্টঃ ফ্রিঃ ChatGPT, Freshdesk, Wave AI, Zoho Inventory, Trello, পেইডঃ ChatGPT Plus, Jasper AI,

Writesonic, ClickUp AI, BizPlanner AI

(৩) AI-ভিত্তিক মার্কেটিং: কম খরচে বেশি কাস্টমার ধরার উপায়

বিজ্ঞাপন আর মার্কেটিংয়ের জগতে AI এখন এক বিশাল বিপ্লব কইরা ফালাইছে! আগে যেখানে প্রচুর টাকা খরচ কইরা বিজ্ঞাপন দিতে হইতো, এখন AI-ভিত্তিক মার্কেটিং টুলস ব্যবহার কইরা কম খরচে অনেক বেশি কাস্টমার ধরা যায়। ব্যবসায় সঠিক কাস্টমার খুঁজে বের করা, কাস্টমাইজড মার্কেটিং ক্যাম্পেইন চালানো, আর সোশ্যাল মিডিয়ায় এনগেজমেন্ট বাড়ানোর লাইগা AI এখন এক অনন্য হাতিয়ার।

আগে বিজ্ঞাপন দিতে চাইলে মানুষরে আন্দাজ কইরা টার্গেট করতে হইতো, কিন্তু AI এখন এইটা দারুণভাবে সহজ কইরা দিছে। Google Ads AI, Facebook Ads AI, HubSpot AI-এর মতো টুলস দিয়া সঠিক কাস্টমারদের কাছে বিজ্ঞাপন পৌঁছানো সম্ভব। AI রিয়েল-টাইম ডাটা অ্যানালাইসিস কইরা বলে দিতে পারে, কোন ধরনের কাস্টমার আপনের পণ্য বা সার্ভিসের প্রতি আগ্রহী হইতে পারে, আর কেমন বিজ্ঞাপন দিয়া তাদের আকৃষ্ট করা যাবে।

AI মার্কেটিংয়ের সবচেয়ে বড় সুবিধা হইলো পারসোনালাইজড কনটেন্ট। এখন কাস্টমাররা জেনারেল অ্যাড দেখে তেমন সাড়া দেয় না, তারা চায় তাদের আগ্রহের সাথে মিলে যায় এমন বিজ্ঞাপন। AI দিয়া কাস্টমারদের আগের ব্রাউজিং ডাটা, কেনার অভ্যাস আর সোশ্যাল মিডিয়ার এনগেজমেন্ট বিশ্লেষণ কইরা পারসোনালাইজড বিজ্ঞাপন তৈরি করা সম্ভব। ফলে, কাস্টমাররা যখন অনলাইনে থাকে, তখন তাদের আগ্রহ অনুযায়ী বিজ্ঞাপন দেখানো যায়, যা কিনা কনভার্শন রেট বাড়ায়।

AI-ভিত্তিক মার্কেটিং শুধু বিজ্ঞাপনেই সীমাবদ্ধ না, ইমেইল মার্কেটিং-এর ক্ষেত্রেও এইটা দারুণ কাজে দেয়। Mailchimp AI, HubSpot AI, Klaviyo AI-এর মতো টুলস দিয়া অটোমেটেড ইমেইল ক্যাম্পেইন চালানো যায়। AI দেখে নেয়, কোন কাস্টমার কোন ধরনের ইমেইলের প্রতি বেশি আগ্রহ দেখাইতেছে, আর সেই অনুযায়ী ইমেইল কাস্টমাইজ করা যায়। এতে কাস্টমারদের সাথে সম্পর্ক আরও ভালো হয়, আর ব্র্যান্ডের প্রতি তাদের বিশ্বাস বাড়ে।

অও সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিংকেও অনেক সহজ কইরা দিছে। ChatGPT, Jasper AI, Canva AI, Lumen5-এর মতো টুলস দিয়া এখন সোশ্যাল মিডিয়ার কন্টেন্ট স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি করা যায়। অও দেখে নেয়, কোন টাইমে পোস্ট দিলে সবচেয়ে বেশি কাস্টমার রেসপন্স করবে, কোন ধরনের পোস্ট বেশি শেয়ার হয়, আর কেমন ক্যাপশন দিলে মানুষ বেশি আকৃষ্ট হয়। এতে নারী উদ্যোক্তারা নিজেই নিজের মার্কেটিং কইরা ফেলতে পারে, আলাদা মার্কেটিং টিম লাগানোর দরকার পড়ে না।

সবচেয়ে বড় কথা, AI-ভিত্তিক মার্কেটিং মানেই কম খরচে বেশি রিটার্ন। AI ডাটা অ্যানালাইসিস কইরা বলে দিতে পারে, কোন ধরনের মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি কাজে আসতেছে, আর কোনখানে টাকা খরচ কমানো দরকার। এতে ব্যবসার বিজ্ঞাপন খরচ কমে, আর লাভ বাড়ে। যারা এখনো AI-ভিত্তিক মার্কেটিং শুরু করে নাই, তারা দ্রুত শিখে লওন, কারণ ভবিষ্যতে এই প্রযুক্তি ছাড়া মার্কেটিং কইরা সফল হওয়া মুশকিল হইয়া যাইবো!

কিছু টুলসের লিস্টঃ

ফ্রিঃ Google Ads AI, Facebook Ads Manager, Mailchimp Free Plan, Buffer, Ubersuggest
পেইডঃ Adzooma, Smartly.io, Klaviyo AI, Marketo AI, SEMrush AI

(৪) AI-ভিত্তিক কন্টেন্ট মার্কেটিং: ব্র্যান্ড তৈরি আর কাস্টমার আকৃষ্ট করার জাদু

ব্যবসা দিয়া ব্র্যান্ড বানাইতে চাইলে, মানুষের মনে জায়গা করতে চাইলে, আর কাস্টমারগো আকৃষ্ট করতে চাইলে কন্টেন্ট মার্কেটিং ছাড়া উপায় নাই! এখন আর আগের মতো শুধু বিজ্ঞাপন দিয়া মানুষরে ধরতে পারবেন না, তাদের আগ্রহী কইরা তুলতে হইবো। আর এইখানেই AI এক বিশাল গেম চেঞ্জার!

আগে কন্টেন্ট বানাইতে চাইলে অনেক সময় লাগতো লেখা, সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট বানানো, ভিডিও তৈরি করা, ডিজাইন করা সব কিছুর জন্য আলাদা লোক দরকার পড়তো। কিন্তু এখন AI-ভিত্তিক টুলস দিয়া এইসব কাজ স্বয়ংক্রিয়ভাবে কইরা

ফালানো যায়। ChatGPT, Jasper AI, Copy.ai-এর মতো টুলস দিয়া ব্লগ পোস্ট, সোশ্যাল মিডিয়া ক্যাপশন, অ্যাড কপি লিখতে পারবেন একদম সহজেই।

ভিডিও কন্টেন্ট মার্কেটিংও এখন AI দিয়া করা যায়। Lumen5, Synthesia, Pictory-এর মতো AI টুলস ব্যাবহার কইরা সহজেই ভিডিও বানাইতে পারবেন। AI নিজেরাই স্ক্রিপ্ট রেডি কইরা দিবে, ভয়েসওভার দিবে, এমনকি কাস্টমাইজড এনিমেশনও বানায় ফালাইবে! এতে সময় কম লাগবে, খরচও কমবে, আর ভিডিও কনটেন্টের মাধ্যমে কাস্টমারগো আকৃষ্ট করার সম্ভাবনাও বাড়বে।

AI-ভিত্তিক ডিজাইন টুল Canva AI, Adobe Sensei দিয়া ব্র্যান্ডের জন্য ইউনিক ডিজাইন করা যায়। এক ক্লিকে লোগো, সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, ব্যানারড়সবকিছু বানাইতে পারবেন, যেটা আগে ডিজাইনারের পিছনে সময় আর টাকা খরচ কইরা করতে হইতো। AI দেখায় কোন ডিজাইন বেশি আকর্ষণীয় হবে, কোন রঙ আর ফন্ট ইউজ করলে কাস্টমার বেশি আকৃষ্ট হবে।

আরেকটা বড় সুবিধা হইলো SEO অপটিমাইজড কন্টেন্ট তৈরি করা। AI দেখে নিতে পারে, কোন কীওয়ার্ড ইউজ করলে আপনার কন্টেন্ট গুগলের র‍্যাঙ্ক করবে। Surfer SEO, Frase.io, Clearscope এর মতো টুলস ব্যবহার কইরা সহজেই SEO ফ্রেন্ডলি ব্লগ, আর্টিকেল বা ওয়েবসাইট কন্টেন্ট বানাইতে পারবেন। এতে আপনার ব্র্যান্ড অনলাইনে সহজে খুঁজে পাওয়া যাবে।

সবচেয়ে বড় কথা, AI-ভিত্তিক কন্টেন্ট মার্কেটিং দিয়া কম খরচে বেশি ফলাফল পাওয়া যায়। AI স্বয়ংক্রিয়ভাবে ট্রেন্ড বিশ্লেষণ কইরা বলে দিতে পারে, কোন ধরনের কন্টেন্ট বেশি পারফর্ম করবে, কোন সময় পোস্ট করলে বেশি মানুষ দেখবে, আর কিভাবে কাস্টমারদের সাথে ইন্টারঅ্যাকশন বাড়ানো যাবে। এতে নারী উদ্যোক্তারা তাদের ব্র্যান্ড তৈরি আর কাস্টমার আকৃষ্ট করার কাজে আরও দক্ষভাবে কাজ করতে পারেন, আর কোনো ঝামেলা ছাড়াই ডিজিটাল মার্কেটিংয়ে সফলতা পেতে পারেন।

তাই যারা এখনো AI-ভিত্তিক কন্টেন্ট মার্কেটিং শুরু করে নাই, দেরি না কইরা এক্ষুনি শিখা শুরু করেন! কারণ ভবিষ্যতে এই টেকনোলজি ছাড়া ডিজিটাল মার্কেটিং টিকাইয়া রাখা অনেক কষ্টকর হইয়া যাইবো।

কিছু টুলেসের লিস্টঃ ফ্রিঃ ChatGPT (Free Version), Canva Free, Lumen5 (Free Plan), Grammarly (Free Version), Hemingway Editor ‡cBWt Jasper AI (Pro), Copy.ai (Pro), Surfer SEO, Frase.io, Clearscope ব্যবসা আর আগের মতো নাই, সময় বদলাইতেছে, প্রযুক্তি আগাইতেছে। যারা এই পরিবর্তনের সাথে তাল মিলাইতে পারবে, তারাই বিজনেসের দৌড়ে টিকতে পারবে। AI এখন আর বিলাসিতা না, বরং এটা একটা দরকারি হাতিয়ার। নারী উদ্যোক্তাদের জন্য তো এটা আরও বড় সুযোগ, কারণ সীমিত রিসোর্সের মধ্যেও AI ব্যবহার কইরা তারা বেশি কাজ করতে পারে, স্মার্ট ডিসিশন নিতে পারে, আর কম খরচে বড় পরিসরে ব্যবসা চালাইতে পারে।

AI-ভিত্তিক টুলস দিয়া এখন ব্যবসার প্রতিটা ধাপেই সাপোর্ট পাওয়া যায় বিজনেস প্ল্যানিং, মার্কেট রিসার্চ, কাস্টমার সার্ভিস, মার্কেটিং, কন্টেন্ট ক্রিয়েশন, ফিনান্স ম্যানেজমেন্ট সব কিছুতেই AI লাগাইয়া সময় আর টাকা দুইটাই বাঁচানো যায়। যেই ব্যবসায়ীরা এখনো AI দিয়া কাজ শুরু করে নাই, তারা কিন্তু পেছনে পড়ে যাইতেছে। কারণ ভবিষ্যতে এই প্রযুক্তি ছাড়া ব্যবসা টিকাইয়া রাখা অনেক কঠিন হইয়া যাইবো।

তাই, এখনই সময় AI-রে কাজে লাগানোর। ChatGPT, Canva AI, Clade AI-এর মতো টুলস নিয়া এক্সপেরিমেন্ট শুরু করেন, শেখেন, আর নিজেকে আধুনিক প্রযুক্তির সাথে আপডেট রাখেন। যারা আজই শিখবে, তারাই আগামী দিনের বিজনেস লিডার হইবে। AI-রে ভয় পাইলে চলবে না, বরং এইটারে বন্ধু বানাইতে হইবো।

অর্থকথন

মো. মাজেদুল হক

অর্থনীতি বিশ্লেষক এবং ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) এর সদস্য

পুঁজি পাচারে অর্থনৈতিক সমস্যা বহুবিধ

সম্প্রতি বিশ্বব্যাংক " সাউথ এশিয়া ডেভেলপমেন্ট আপডেট" প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। এই প্রতিবেদনে বিশ্বব্যাংক বলেছে যে, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ৩ দশমিক ২ শতাংশ থেকে ৫ দশমিক ২ শতাংশের মধ্যে থাকবে। অর্থাৎ মধ্যবর্তী পয়েন্ট হিসেবে ৪ শতাংশ ধরা হয়েছে। কারণ হিসেবে বিশ্বব্যাংকের দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের প্রধান অর্থনীতিবিদ বলেন যে, নীতি অনিশ্চয়তার কারণে প্রবৃদ্ধি নিম্নমুখী হবে। এছাড়াও, নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যানের অভাব, রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা, অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা, প্রবৃদ্ধিকে নিম্নমুখী করবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। বিগত এক দশক ধরে বাংলাদেশে গড় প্রবৃদ্ধি ছিল ৬ শতাংশের উপর। কেবলমাত্র, করোনা ভাইরাসের কারণে প্রবৃদ্ধি নেমে এসেছিল ৩ দশমিক ৪৫ শতাংশে। সত্য যে, অন্যান্য কারণের মধ্যে দুর্নীতি এবং পুঁজি পাচার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে বাঁধাগ্রস্থ করছে। দুর্নীতি এবং পুঁজি পাচার নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে গড় প্রবৃদ্ধি ৮ শতাংশের উপরে থাকতো। বিগত এক দশক ধরে দুর্নীতি এবং পুঁজি পাচারের দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান চোখে পড়ার মতো। এ দুই কারণে দেশী-বিদেশী বিনিয়োগ হচ্ছে না, কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে না, উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। যার ফলে প্রভাব পড়ছে প্রবৃদ্ধির উপর। ইতোমধ্যে কিছু কিছু দেশ পুজি পাচারকারীদেও বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্র অর্থ পাচারকারীদের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। সিঙ্গাপুওে অর্থপাচারকারীদেও বিরুদ্ধে বিশেষ অভিযান চালিয়েছে। কানাডা সরকার বিদেশীদের বাড়ী ক্রয় করা নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। অষ্ট্রেলিয়ায় পুজি পাচারে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। সুইজারল্যান্ডের কেন্দ্রিয় ব্যাংক সুইস ন্যাশনাল ব্যাংক (এস এন বি) আমাদের তথ্য প্রকাশ করছে। বিশ্বের যে কয়টা দেশ থেকে পুঁজি পাচার হয় তার মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান অন্যতম। এ কারণে , যে হারে প্রবৃদ্ধি হওয়ার কথা সে হারে হচ্ছে না। বলা প্রয়োজন যে, ব্যাংকিং খাতের সুশাসনের ঘাটতি পুঁজি পাচারকে ত্বরানিত করছে। এ খাতে এখন খেলাপী ঋণ দাঁড়িয়েছে ২ লাখ কোটি টাকার উপর। আইএমএফ এর তথ্য মোতাবেক খেলাপী ঋণ আরো বেশী। ব্যাংক খাত থেকে নামে বেনামে ঋণ নিয়ে বিভিন্ন দেশে পাচার করা হয়েছে। বিদেশে হোটেল, মোটেল কিনছে বাংলাদেশীরা।

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির তথ্য মোতাবেক, ১৯৭২-৭৩ অর্থবছর থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত অর্থাৎ ৪৬ বছরে বাংলাদেশ থেকে ৭ লাখ ৯৮ হাজার ৩২৭ কোটি টাকা পাচার হয়ে যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক গ্লোবাল ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি (জিএফআই) তার গবেষণায় বলেছে যে, বিগত ১৬ বছরে বাংলাদেশ থেকে ১১ লাখ কোটি টাকা পাচার হয়। জিএফআই আরোও বলেছে যে, বাংলাদেশের মোট বৈধ বাণিজ্যের মধ্যে ১৭ দশমিক ৫ শতাংশ মিথ্যা ইনভয়েসের মাধ্যমে বিদেশে পাচার হয়ে যায়। জিএফআই প্রাক্কলন করেছে যে, ২০৩০ সালের মধ্যে প্রতি বছর বাংলাদেশ থেকে ১৪ বিলিয়ন ডলার পাচার হবে। বিশ্ব ব্যাংক বলেছে যে, অফসোর একাউন্ট এর মাধ্যমে প্রতি বছর অর্থ পাচার হয় ৩ দশমিক ১৫ বিলিয়ন ডলার। অপরাধ তদন্ত বিভাগের (সিআইডি) মতে হুন্ডির মাধ্যমে পাচার হয় ৭৫ হাজার কোটি টাকা। পুজি পাচারের লক্ষ্য হলো আর্থিকসহ সব ধরনের অপরাধ লুকানো, কর ফাঁকি দেওয়া, বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হার আইন ও বিনিয়োগ নীতি লঙ্ঘন করা, অন্য দেশে নিরাপদ বিনিয়োগ, উন্নত দেশে নাগরিকত্ব লাভ, সেকেন্ড হোম প্রকল্প পজি পাচারে উৎসাহিত করছে। দেশে আন্তর্জাতিক পণ্য বাণিজ্যে হুন্ডি হাওলার মাধ্যমে লেনদেনকৃত অর্থের পরিমাণ কমপক্ষে ১৫ বিলিয়ন ডলার।

যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক অনুসন্ধানী সাংবাদিকদেও সংগঠন " ইন্টারন্যাশনাল কনসোর্টিয়াম অব ইনভেষ্টিগেটিভ জার্নালিষ্ট" কর্তৃক প্রকাশিত পানামা এবং প্যারাডাইস পেপার্সে এ পর্যন্ত অর্থপাচারকারী হিসেবে ৮২ জন ব্যবসায়ীর নাম প্রকাশ করেছে। নাম

প্রকাশ করা সত্ত্বেও রাজনৈতিক সরকারের ছত্রছায়ায় থাকা এসব ব্যবসায়ীরা কোন তোয়াক্কা করেনি। সরকারের উচিৎ ছিল এ বিষয় নিয়ে তদন্ত করা। ন্যাশনাল স্ট্রাটেজি ফর প্রিভেন্টিং মানি লন্ডারিং অ্যান্ড কমব্যাটিং ফাইন্যান্সিং অব টেরোরিজম ২০১৯-২১ কৌশলপত্র থেকে জানা যায় বাংলাদেশ থেকে পুজি পাচারের ১০টি গন্তব্য। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড স্টাডিজের (সিএফএডিএস) তথ্য থেকে জানা যায়, বাংলাদেশে তথ্য গোপন করে দুবাইয়ে প্রপার্টি কেনেন ৫৪৯ বাংলাদেশী। ২০২০ সাল পর্যনাত তাদের মালিকানায় মোট ৯৭২ টি প্রপার্টি ক্রয় করার তথ্য পাওয়া গেছে ; যার মূল্য ৩১ কোটি ডলার। মালয়েশিয়ায় "সেকেন্ড হোম" কর্মসূচিতে চতুর্থ অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশ। এ পর্যন্ত ৩ হাজার ৬০৪ বাংলাদেশী সেকেন্ড হোম গড়েছেন মালয়েশিয়ায়। এ তথ্য প্রকাশ করেছেন দেশটির শিল্প ও সংস্কৃতি মন্ত্রী টিয়ং কিং সিং। এছাড়াও, বারমুডা, কেইম্যান আইল্যান্ড, ব্রিটিস ভার্জিন আইল্যান্ডের মতো অফসোর বিনিয়োগের স্বর্গরাজ্য হিসেবে পরিচিত দ্বীপ দেশগুলোতে বিপুল বিনিয়োগ বা পুজি পাচারের তথ্য বের হচ্ছে। ব্রিটিশ সরকারের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০১০ সালে যুক্তরাজ্যের আবাসন খাতে সম্পত্তির মালিকরা বাংলাদেশের ঠিকানা ব্যবহার করে নিবন্ধিত প্রপার্টির সংখ্যা ছিল ১৫। ২০১৬ সালে বেড়ে দাঁড়ায় ৫২ এবং ২০২১ এ বেড়ে প্রপার্টির সংখ্যা ১০৭ এ উন্নীত হয়। সুইস ন্যাশনাল ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ২০২১ সালে দেশটিতে বাংলাদেশীদেও জমা অর্থের পরিমাণ ছিল ৮৭ কোটি ১১ লাখ ১১ হাজার সুইস ফ্রাঁ। ২০২৩ সালে এক কোটি ৭৭ লাখ ১২ হাজার সুইস ফ্রাঁ জমা হয়। সত্য যে, অর্থপাচার ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ সূচকে বাংলাদেশ কখনো ভাল অবস্থানে ছিল না। রাজনৈতিক সরকার পুজি পাচারকারীদের তথ্য জানা সত্ত্বেও পাচারকারীদেও অনুকূলে বিভিন্ন নীতি প্রণয়ন করেছেন। দলীয় বা রাজনৈতিক পরিচয় দিয়ে আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে টাকা বের করে বিদেশে পাচার করেছে, অট্টালিকা ক্রয় করেছে।

ব্যাসেল অ্যান্টি মানি লন্ডারিং সূচক ২০২৩ অনুযায়ী, বাংলাদেশের অবস্থান ৪৬ ; যা মোটেই সন্তোষজনক নয়। সুইজারল্যান্ড ভিত্তিক দ্য ব্যাসেল ইনস্টিটিউট অন গভর্ন্যান্স ১৫২ দেশের অর্থ পাচার ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন ঝুকি নিরুপণ করে। মিয়ানমার, চাঁদ, কঙ্গো অর্থ পাচারে প্রথমদিকে অবস্থান করছে।

এখন পাচার হয়ে যাওয়া পুজি বা অর্থ ফেরত আনতে প্রধান উপদেষ্টা, অর্থ উপদেষ্টা বিভিন্ন সংস্থা এবং দেশের সহায়তা কামনা করছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরকে প্রধান করে টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে। জানিনা কতটুকু ফলপ্রসু হয়। দুঃখজনক যে, বাংলাদেশে অর্থপাচার সংক্রান্ত মামলা বা তদন্ত খুবই ধীরগতিতে চলে। ২০০৩ সাল থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত মানি লন্ডারিং সংক্রান্ত মামলা দাখিল করা হয় ৯৭৬টি। এর মধ্যে অনিষ্পন্ন হয় ৭৭৩টি। অর্থাৎ অর্থপাচারের ৯৫ শতাংশ মামলা নিষ্পত্তি হয়নি। বিদ্যমান মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনের ২৭টি সম্পৃক্ত অপরাধের মধ্যে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) শুধু ঘুষ ও দুর্নীতির মাধ্যমে অপরাধলব্ধ অর্থেও টাকা পাচার অনুসন্ধান ও তদন্ত করছে। বাকী ২৬টি অপরাধের দায়ভার দেখভাল করে অন্য সংস্থা। অর্থপাচার, স্থানান্তর ও রুপান্তরকে 'শাস্তিযোগ্য অপরাধ' গন্য করে ২০১২ সালে প্রথমে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন প্রণীত হয়। এরপর ২০১৫ সালে সরকার এটি সংশোধন করে গেজেট প্রকাশের পর থেকে দুদুকসহ মোট ৫টি সংস্থা মামলা তদন্ত করার দায়িত্ব পায়। সংস্থাগুলো হলো দুদক, অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি), বাংলাদেশ ব্যাংক, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার পাচার হয়ে যাওয়া পুজি ফেরত আনতে অনেক তৎপর দেখা যাচ্ছে। তবে এ চেষ্টা কতটুকু সফল হবে জানি না। কারণ, বাংলাদেশ এখনো পারস্পরিক তথ্য আদান-প্রদানের বৈশ্বিক কাঠামো " কমন রিপোটিং স্ট্যান্ডার্ড " (সিআরএস) এ প্রবেশ করেনি। এখানে প্রবেশ করতে হলে আর্থিক খাতের স্থিতিশীলতা জরুরী। এই মুহুর্তে কি আর্থিক খাতে স্থিতিশীলতা বিরাজ করছে? না। বরং কিভাবে পুজি পাচার বন্ধ করা যায় , সেটা নিয়ে সরকার কাজ করতে পারে। পাচার হওয়া অর্থ ফেরত আনতে পারলে দেশের অর্থনীতির জন্য ভাল। অর্থ ফেরত আনতে আমি বাধা দিচ্ছি না। কিন্তু,কমন রিপোটিং স্ট্যান্ডার্ড " (সিআরএস) এ প্রবেশ করতে হবে অর্থ ফেরত আনতে। পুজি পাচার বন্ধ করতে না পারলে প্রবৃদ্ধি থেমে যাবে। অনেক লক্ষ্য অর্জন থেকে বাংলাদেশ বঞ্চিত হবে । টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যের (এসডিজি) ১৬.৪ নম্বর এর লক্ষ্যমাত্রা হচ্ছে ২০৩০ সালের মধ্যে উল্লেখযোগ্যভাবে অবৈধ আর্থিক ও অস্ত্রের প্রবাহ হ্রাস , চুরি হওয়া সম্পদ পুনরুদ্ধার ও ফেরতের জোরদার চেষ্টা ও সব ধরনের সংঘটিত অপরাধের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। সুতরাং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও এসডিজি অর্জনের লক্ষ্যে পুঁজি পাচার রোধ করতেই হবে।

স্বদেশ ভাবনা

জাপানের অভিজ্ঞতার আলোকে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক সংস্কার প্রস্তাব

মোহাম্মদ সাকিব হাসান

২০২৪ সালের আগস্টে বাংলাদেশের রাজনীতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এসেছে, যা জাতির ভবিষ্যত গঠনের জন্য নতুন একটি সম্ভাবনার দরজা খুলে দিয়েছে। এই পরিবর্তন শুধু একটি রাজনৈতিক পরিবর্তন নয়, বরং আমাদের সমাজ ও অর্থনীতিকে পুনর্গঠনের জন্য একটি সুযোগ। ২০১৭-১৯ সময়কালে আমি অর্থনীতি বিষয়েই" শিক্ষা গ্রহণের জন্য জাপানে ছিলাম এবং সে অভিজ্ঞতা থেকে তাদের কিছু মৌলিক নীতি ও জীবন ধারার বৈশিষ্ট্য আমাদের জাতীয় উন্নয়নে কীভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে তা তুলে ধরার চেষ্টা করলাম ঃ

জাপানিদের জীবন ধারণ অত্যন্ত সুশৃঙ্খল এবং অর্থনৈতিকভাবে টেকসই, যা তাদের উন্নতির অন্যতম প্রধান কারণ। জাপানের জাতীয় সঞ্চয় হারপ্রায় ৩০% (২০২৩ সালের তথ্যানুসারে), যা তাদের ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করে। তারা অপ্রয়োজনীয় ভোগ-বিলাস থেকে নিজেদের দূরে রাখে এবং বর্তমানকে সঠিক ভাবে কাজে লাগাতে জানে। ভবিষ্যতের বাড়ি-গাড়ির চিন্তা তাদের জীবনের প্রধান লক্ষ্য নয়; বরং কার্যকারিতা এবং সাশ্রয় তাদের পছন্দের মূল বিষয়।

উদাহরণস্বরূপ, জাপানে ব্যবহৃত গাড়ির মধ্যে ৭০%-এর বেশি হলো "কেই-কার" (kei car), যা ছোট, জ্বালানি সাশ্রয়ী এবং কম খরচের। এই ধরনের গাড়ি ব্যবহার করে তারা কর কমায়, জ্বালানি খরচ সাশ্রয় করে এবং ছোট জায়গায় সংরক্ষণ করতে পারে। বিলাসবহুল ব্র্যান্ডের প্রতি তাদের অনীহা স্পষ্ট। যদি বাংলাদেশ এই ধরনের মানসিকতা গ্রহণ করে, তাহলে আমরা আমাদের সম্পদের অপচয় রোধ করতে পারব এবং সঞ্চয় ও সাশ্রয় মাধ্যমে দীর্ঘ মেয়াদে অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে পারব। এছাড়া, জাপানিরা অর্থের সঠিক ব্যবহার জানে এবং এটি তাদের অর্থনৈতিক সাফল্যের একটি মূল কারণ। তারা প্রয়োজন ছাড়া এক পয়সাও অপচয় করে না। উদাহরণ স্বরূপ, জাপানের পরিবার গুলোর মাসিক গড় সঞ্চয় প্রায় ২০% (OECD, 2022) যা প্রমাণ করে তারা সঞ্চয়ের ব্যাপারে কতটা মনোযোগী। তাদের এই অভ্যাস শুধু ব্যক্তিগত অর্থ সাশ্রয়ের নয়, বরং পরিবেশ সুরক্ষায়ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। গবেষণায় দেখা গেছে, জাপানে বছরে মাথাপিছু বর্জ্য উৎপাদন প্রায় ৩৮০ কেজি, যা অনেক উন্নত দেশের তুলনায় কম (World Bank, 2021)। বাংলাদেশে তরুণ প্রজন্মের কাছে যদি এই মানসিকতা বাড়ানো যায়, তবে ব্যক্তিগত ও জাতীয় পর্যায়ে অপচয় কমিয়ে দীর্ঘ মেয়াদে অর্থনৈতিক সঞ্চয় বৃদ্ধি করা সম্ভব। এর ফলে দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত হবে এবং পরিবেশগত প্রভাবও ইতিবাচক হবে। তবে এজন্য প্রাথমিক শিক্ষার পর্যায় থেকেই প্রতিযোগিতামূলক অভ্যাসের পরিবর্তে বৈষম্যহীন ভাবে সকল শিশুর শারীরিক ও মনস্তাত্ত্বিক উন্নয়নের দিকে নজর দিতে হবে। সেক্ষেত্রে, জাপানী শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে বিভিন্ন নীতিমালা যেমনঃ পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে ক্রমিক নম্বর না রাখা ইত্যাদি পর্যালোচনা সাপেক্ষে আমাদের দেশেও বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।

জাপানিদের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো ভবিষ্যতের জন্য নিজেদের সুরক্ষিত রাখার মনোভাব। তারা ৬৫ বছর পেরোলেই সরকারের প্রদত্ত পেনশন ও অন্যান্য সামাজিক সুরক্ষা সুবিধার মাধ্যমে নিজের জীবিকা নির্বাহ করে। জাপানে প্রবীণদের জন্য গড় পেনশন প্রায় ১,৫০,০০০ জাপানি ইয়েন (প্রায় ৮১,১০০) মাসিক, যা তাদের দৈনন্দিন জীবন যাপনের জন্য যথেষ্ট (Japan Pension Service, 2023)। এর ফলে তারা সন্তানদের উপর নির্ভরশীল না হয়ে স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করতে সক্ষম হয়।

এছাড়া, জাপানের প্রবীণ জনগোষ্ঠীর ২০% এর বেশি ব্যক্তি পেনশনের পাশাপাশি আংশিক কাজ করে, যা তাদের মানসিক ও শারীরিক ভাবে সক্রিয় রাখতে সাহায্য করে (OECD, 2022)। এই প্রবণতা তাদের সম্মান ও আত্মমর্যাদা বজায় রাখতে সাহায্য করে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে, প্রবীণদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা কার্যকর করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষত যখন দেশের প্রবীণ জনগোষ্ঠী মোট জনসংখ্যার ৮%-এর বেশি (World Bank, 2022), যা ক্রমশ বাড়ছে। যদি আমরা জাপানের মতো একটি টেকসই পেনশন ব্যবস্থা চালু করতে পারি এবং প্রবীণদের সন্তানদের উপর নির্ভরশীল না করে তুলতে পারি, তবে তারা সম্মান ও স্বাবলম্বিতার সঙ্গে জীবন যাপন করতে পারবেন। এর পাশাপাশি, সমাজে আর্থিক ভারসাম্য রক্ষা এবং কর্ম ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য তরুণ প্রজন্মের স্বাবলম্বিতা নিশ্চিত করা ও সমানভাবে জরুরি।

জাপানের মতো কিছু উন্নত দেশে "ইনহেরিটেন্সট্যাক্স" বা উত্তরাধিকার কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে। জাপানে এই করের হার সর্বোচ্চ ৫৫%, যা তরুণদের পারিবারিক সম্পত্তির উপর নির্ভর না করে নিজেদের উন্নয়নে মনোযোগী হতে উৎসাহিত করে (National Tax Agency of Japan, 2023)। তরুণরা আঠারো বছরের পর থেকে পরিবার নির্ভরশীলতা কমিয়ে ব্যক্তিগত দক্ষতা ও কর্মজীবনের দিকে মনোযোগ দেয়। বাংলাদেশেও উত্তরাধিকার কর চালু করা একটি কার্যকর পদক্ষেপ হতে পারে। এটি একদিকে পারিবারিক সম্পত্তির অসাম্য কমাবে এবং অন্যদিকে তরুণ প্রজন্মকে কর্মমুখী হতে উৎসাহিত করবে। তরুণদের যদি পরিবার নির্ভর না হবার শিক্ষা দেওয়া যায়, তবে তাদের নিজস্ব কর্ম ক্ষমতা ও সৃজনশীলতা বৃদ্ধি পাবে। একই সঙ্গে, প্রবীণদের জন্য একটি শক্তিশালী পেনশন ব্যবস্থা গড়ে তোলা হলে তাদের জন্য স্বাবলম্বী ও মর্যাদাপূর্ণ জীবন নিশ্চিত হবে। এ ধরনের উদ্যোগ সমাজে একটি ভারসাম্য তৈরি করবে, যা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং সামাজিক স্থিতিশীলতায় ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

জাপানিদের সামাজিক শৃঙ্খলাবোধ আমাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হতে পারে। কেউ কারও বাড়িতে যাওয়ার আগে এক সপ্তাহ আগেই জানিয়ে যায়। খুব কাছের কেউ না হলে সরাসরি ফোন দেয়ার আগে তারা টেক্সট করে কথা বলার সম্ভাব্যতা যাচাই করে নেয়। এছাড়া, তারা আপ্যায়নেও অত্যন্ত সাদাসিধে। এই সংস্কৃতি আমাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও সামাজিক শৃঙ্খলাকে আরও দৃঢ় করতে পারে। অতিরিক্ত চাহিদা এবং বিলাসিতার প্রবণতা মানুষের জীবনের মান কমিয়ে দেয়। জাপানিরা পরিশ্রমকে শুধু অর্থ উপার্জনের জন্য নয়, বরং স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ মনে করে। আমাদের দেশে কাজের প্রতি এই ইতিবাচক মনোভাব তৈরি করতে পারলে কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে এবং দেশের অর্থনীতি আরও শক্তিশালী হবে।

বাংলাদেশের নতুন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে শিক্ষার্থীদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রমে অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক করে তোলা উচিত। এটি তাদের মধ্যে সহানুভূতি, দায়িত্ববোধ এবং নেতৃত্বের দক্ষতা বাড়াবে। পাশাপাশি, শিক্ষার্থীদের রাজনীতি একটি সুসংগঠিত কাঠামোর মধ্যে আনতে হবে। হল-কেন্দ্রিক রাজনীতির পরিবর্তে একাডেমিক কাঠামো যেমন ক্লাস, বিভাগ ও অনুষদ ভিত্তিক রাজনীতির প্রচলন করা উচিত। উদাহরণ স্বরূপ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগঠন নির্বাচনই-মেইল ভোটিংয়ের মাধ্যমে করা যেতে পারে। এখানে প্রার্থীরা কোনো জাতীয় রাজনৈতিক দলের অধীনে নয়, বরং নির্দিষ্ট ব্যক্তি হিসেবে প্রার্থী হবে। এর ফলে শিক্ষার্থীরা দলীয় প্রভাবমুক্ত পরিবেশে অংশ গ্রহণের সুযোগ পাবে এবং শিক্ষাঙ্গনে প্রকৃত নেতৃত্বের বিকাশ ঘটবে।

বাংলাদেশের নতুন রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের এই ধরনের মানসিকতা ও নীতিগুলো গ্রহণ করা উচিত। যদি আমরা ব্যক্তিপর্যায় থেকে শুরু করে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত জাপানের এই ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করি, তবে আমরা আমাদের ভবিষ্যতকে আরও উজ্জ্বল করে তুলতে পারব। আশা করি, তরুণ প্রজন্ম সামনের দিনগুলোতে এমনভাবে রাজনীতি করবে যেন ক্ষমতায় না থাকলে তাদের জেলে ঢুকতে না হয় অথবা দেশ ছেড়ে না চলে যেতে হয়।

এখন সময় এসেছে নতুন সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর। আমাদের উচিত একটি সুসংগঠিত, সুশৃঙ্খল এবং সাশ্রয়ী জাতি গঠনের দিকেঅগ্রসর হওয়া। এই পরিবর্তনের সুযোগকে ব্যবহার করে আমরা এমন একটি দেশ গড়ে তুলতে পারি, যেখানে প্রত্যেক নাগরিকের জীবনের মান উন্নত হবে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি টেকসই ভিত্তি তৈরি হবে।

(লেখক: যুগ্ম পরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক, বর্তমানে কানাডার মনিটোবা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি গবেষক হিসেবে অধ্যয়নরত)

দিবস ভাবনা

লায়ন মোঃ আবুল হাশেম

প্রাবন্ধিক, গবেষক ও সাবেক সেন্ট্রাল ব্যাংকার।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস প্রতি বছর ৮ই মার্চ পালিত হয়। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন, যা বিশ্বব্যাপী নারীদের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতি দেয়। নারী দিবস নারীর ক্ষমতায়ন এবং লিঙ্গ সমতা অর্জনের লক্ষ্যে জনসচেতনতা সৃষ্টির একটি অন্যতম মাধ্যম। এ প্রবন্ধে আন্তর্জাতিক নারী দিবসের ইতিহাস, তাৎপর্য, বিশ্বব্যাপী উদযাপন এবং এর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করা হলো।

আন্তর্জাতিক নারী দিবসের ইতিহাস : আন্তর্জাতিক নারী দিবসের যাত্রা শুরু হয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে। শিল্প বিপ্লবের সময়, নারী শ্রমিকদের উপর হওয়া অবিচার এবং বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার লক্ষ্যে নারীরা একত্রিত হন। ১৯০৮ সালে নিউইয়র্ক শহরে প্রায় ১৫,০০০ নারী মজুরি বৃদ্ধি, কাজের সময় কমানো এবং ভোটাধিকারের দাবিতে আন্দোলনে নামেন। ১৯০৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম "নারী দিবস" পালিত হয়। এরপর ১৯১০ সালে ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে জার্মান সমাজতান্ত্রিক নেত্রী ক্লারা জেটকিন প্রথম আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালনের প্রস্তাব দেন। ১৯১৭ সালে রাশিয়ার নারীরা প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন করেন, যা পরবর্তীতে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে।

১৯৭৫ সালে নারী দিবস শুধু একটি আনুষ্ঠানিক উদযাপনের দিন নয়, বরং এটি নারীদের অধিকার এবং সমতা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের প্রতীক।

নারী দিবস লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য দূর করতে প্রেরণা যোগায়। আজও অনেক দেশে নারীরা শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং অর্থনৈতিক সুযোগ থেকে বঞ্চিত। নারী দিবস এই সমস্যাগুলোর প্রতি সচেতনতা সৃষ্টির একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। নারীর ক্ষমতায়ন হলো অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীদের ক্ষমতা বৃদ্ধি। আন্তর্জাতিক নারী দিবস, নারীদের আত্মবিশ্বাস বাড়াতে এবং তাদের স্বপ্ন পূরণে এগিয়ে আসতে অনুপ্রাণিত করে। সমাজে নারী নির্যাতন, বৈষম্য, এবং বঞ্চনার বিরুদ্ধে জনমত গঠন একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য। নারী দিবসের মাধ্যমে নারীদের অধিকার এবং মর্যাদা সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানো হয়। আন্তর্জাতিক নারী দিবস বিশ্বের প্রায় সব দেশে উদযাপিত হয়। দেশভেদে উদযাপনের ধরণ ভিন্ন হলেও উদ্দেশ্য একই আর তা হলো, নারীর ক্ষমতায়ন এবং লিঙ্গ সমতা। রাশিয়া, চীন এবং কিউবার মতো দেশগুলোতে আন্তর্জাতিক নারী দিবস একটি জাতীয় ছুটি হিসেবে পালিত হয়। অনেক দেশে নারী অধিকার নিয়ে আলোচনা সভা, কর্মশালা এবং সেমিনারের আয়োজন করা হয়। এতে নারীর ক্ষমতায়নের নানা দিক নিয়ে আলোচনা হয়। বিদ্যালয়, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ কর্মসূচি আয়োজিত হয়। নারীর ভূমিকা ও অবদান নিয়ে নাটক, গান এবং প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। অনেক দেশেই এই দিনটি নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রতিবাদ এবং আন্দোলনের জন্য ব্যবহার করা হয়। নারীরা সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে অসাধারণ অবদান রেখে চলেছেন। তবে ইতিহাসে তাঁদের অবদান অনেক সময় উপেক্ষিত হয়েছে। এই দিনটি নারীর সাফল্য উদযাপনের একটি সুযোগ।

স্বপ্নশিক্ষা

সুব্রত কুমার মল্লিক
সহকারী অধ্যাপক(বিসিএস সাধারণ শিক্ষা)
পোস্ট গ্রাজুয়েট রিচার্চ স্টুডেন্ট, ইউনিভার্সিটি অফ ম্যানচেস্টার, যুক্তরাজ্য

বিশ্ববিদ্যালয় জীবন থেকেই বিদেশের নামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি করার স্বপ্নের বীজ বোনা শুরু কিন্তু দেশে ভালো সরকারি চাকরি খোঁজা ও চাকরিতে থিতু হওয়ার গোলক ধাঁধায় সেই স্বপ্ন ফিকে হতে শুরু করে। তবে বুকের মাঝে লালিত স্বপ্নরা ফিকে হতে শুরু করলেও কখনো একেবারে হারিয়ে যায় না ২০১৮ সালে আমার স্বপ্নের পালে নতুন করে হাওয়া লাগে। প্রায় বছর খানেকের প্রচেষ্টায় আমি ২০১৯ সালে প্রধানমন্ত্রী ফেলোশিপে মনোনীত হয়ে যুক্তরাজ্যের ইউনিভার্সিটি অফ বার্মিংহ-ামে আমার ২য় মাস্টার্স প্রোগ্রামে ভর্তির সুযোগ পাই। ইউনিভার্সিটি অফ বার্মিংহামে অধ্যয়নকালে ওদের গবেষণার পরিবেশ দেখে আমি পিএইচডির জন্য নতুন করে অনুপ্রাণিত হই।

যুক্তরাজ্য থেকে মাস্টার্স প্রোগ্রাম শেষ করে দেশে ফেরার পর প্রায় দুই বছর কেটে গেছে। এর মাঝে নতুন করে স্বপ্নের বীজ বোনা শুরু হয় গত বছরের জুলাইয়ের দিকে। প্রথমে গবেষণা প্রস্তাবনা নিয়ে ভাবতে থাকি। কয়েকদিন কেটে গেছে কিন্তু গবেষণার ক্ষেত্র বাছাই করতে পারি না। অবশেষে মাথায় এল অটিজম বিষয় নিয়ে কাজ করা যেতে পারে। আমি সরকারি কলেজে শিক্ষকতার পাশাপাশি অটিজম প্রজেক্টে কাজ করি। এই কাজের অভিজ্ঞতা আমাকে নতুন করে ভাবতে শেখায়।

গত বছরের আগস্টের মাঝামাঝিতে গবেষণা প্রস্তাবনা পস্তুত করার পর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসরকে মেইল করা শুরু করি। প্রথম সপ্তাহে অন্তত ২৫ জন প্রফেসরকে মেইল করি, কিন্তু কোন ইতিবচাক সাড়া আসেনা। কেউ ছুটিতে, কারো পিএই-চডি স্টুডেন্ট কোটা পূর্ণ হয়ে গেছে, কারো সাথে আবার সরাসরি ফিল্ড মিলে না।

নিজের প্রস্তাবিত ফিল্ডে প্রফেসর খুঁজে বের করতে অনেক শ্রম দেয়া লাগে। ইউনিভার্সিটি ওয়েবসাইটে ঢুকে সংশ্লিষ্ট বিভাগের প্রতিটি প্রফেসরের এরিয়া অফ ইন্টারেস্ট দেখে, তার কাজ দেখে লিস্ট করি, এরপর মেইল করি। সপ্তাহ খানেক পর প্রথমে অস্ট্রেলিয়ার মোনাশ ইউনিভার্সিটিতে একজন প্রফেসর পাই। তিনি সুপারভাইজ করতে রাজি হন।এই একটা মেইলের সাড়া পেয়ে আত্মবিশ্বাস ফিরে পাই। মনে হতে থাকে আমি পারবো। এরপর কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে আরেকজন প্রফেসর মেইলের সাড়া দেন। উনি আমাকে রিচার্চ কোশ্চেন আরেকটু আপডেট করে মেইল করতে বলেন। ব্যক্তিগত ঝামেলায় জড়িয়ে তিন দিন পর নতুন করে মেইল করি। দেরিতে উত্তর দেয়াতে উনি আর আমার মেইলের জবাব দেননি। উনি বুঝতে পারেন আমি অলস ক্যান্ডিডেট।

এরপর একে একে অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, ইউএসএ, ইউকে তে আরো কয়েকজন প্রফেসর আমাকে সুপারভাইজ করতে রাজি হন। এর মাঝে ইউনিভার্সিটি অফ ম্যানচেস্টার থেকে আমার বর্তমান সুপারভাইজার এর মেইল পাই। উনি ছুটিতে ছিলেন বলে আমাকে রিপ্লাই দিতে দেরি করেছেন। উনি আমার সাথে জুমে মিটিং করতে চান। এর মাঝে উনি কো-সুপারভাইজারও ঠিক করে রাখেন।

উনাদের দুজনের সাথে আমার প্রথম মিটিং। আনন্দের পাশাপাশি ভেতরে একটা ভয়ের স্রোতও বয়ে যেতে থাকে। সারা রাত এপাশ-ওপাশ করে কাটিয়েপরের দিন বিকেল বেলা দুরুদুরু বুকে ল্যাপটপের সামনে বসি। ম্যানচেস্টার থেকে দুজন প্রফেসর আমার সাথে ভিডিওতে কথা বলা শুরু করলেন। আমি প্রথমেই আমার ভয়ের কথা জানাতেই উনারা হেসে অভয় দিলেন। এরপর আধাঘণ্টা তাদের সাথে কিভাবে কেটে যায় বুঝতে পারিনি।

মিটিং শেষে এবার শুধু মেইল চেক করতে থাকি। এরপর রাত ১০ টার দিকে সেই কাঙ্খিত মেইল। উনারা আমাকে সুপারভাইজ করতে রাজি হয়েছেন। এরপর আবেদন করতে বললেন। গত গত বছর দূর্গা পূজার ষষ্ঠীর দিন বিকেলে বসে আবেদন করি। আবেদনের সময় ম্যানচেস্টারের নিজেদের ফান্ডিং অপশন এসেস করার বিষয়টি ভুলে যাই। এরপর রাতে এসে আবার মেইল করি। ওরা আমার পোর্টালে ওদের ফান্ডিং অপশন আপডেট করে দেয়। এ যেন ডেসটিনি!

ছুটিতে বাড়ি গেছি। এবার ম্যানচেস্টার থেকে মেইল আসলো, সুপারভাইজার, কো সুপারভাইজার এবং অ্যাডমিশন কমিটির দুজন আমার সাথে আবার মিটিং করতে চান। বাড়িতে নেটওয়ার্ক খারাপ থাকায় আমি অডিওতে উনাদের সাথে যোগ দিই। উনারা আমার বিষয়টি বুঝতে পারেন। এরপর উনাদের সাথে টানা ৪৫ মিনিটের মিটিং।

এরপর আট মাসের অপেক্ষা। এর মাঝে আমার যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় আবেদন করি। যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডাতে আবেদন ফি ১০০ ডলার ১২৫ ডলার মত হওয়াতে প্রফেসর ঠিক থাকা সত্ত্বেও খুব কম জায়গায় আবেদন করি। শুরুতে র‍্যাংকিং এর প্রথম দিকে থাকা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আবেদন করি। একেকটা আবেদন মানে অনেক ঝামেলা। ওদের মতো করে গবেষণা প্রস্তাবনা তৈরি করা, সিভি তৈরি করা, স্টেটমেন্ট অফ পারপাস লেখা, রেফারেন্স লেটার জোগাড় করা, ক্রেডিট কার্ড থেকে আবেদন ফি পরিশোধ করা করা, কাগজপত্র আপলোড করা...

আবেদনের পর এবার অপেক্ষার পালা। প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠে ঘুমাতে যাওয়ার আগ পর্যন্ত বারে বারে মেইল চেক করি। প্রথম চার জায়গায় ব্যর্থ হই। মনে হতে থাকে আমার বুঝি পিএইচডি ফান্ডিং হলো না। এই মানসিক টানাপোড়েন দূর করতে মেডিটেশন শুরু করি যেটি আমাকে অনেক মানসিক স্থিরতা এনে দেয়। পাওয়া না পাওয়ার বেদনা আমাকে খুব একটা আন্দোলিত করতে পারে না।

এরপর গত ১৬ই মে রাত নটার পর সেই কাঙ্ক্ষিত মুহূর্ত। ইউনিভার্সিটি অফ ম্যানচেস্টারের এডমিশন কমিটির পক্ষ থেকে আসা মেইলের দ্বিতীয় লাইন বি are delighted to inform you that দেখে শরীরে একটা শিহরণ খেলে যায়। বুঝতে পারি সেই কাঙ্খিত মুহূর্ত এসে গেছে। বারে বারে মেইল পড়ে নিশ্চিন্ত হই যে, ইউনিভার্সিটি অফ ম্যানচেস্টারে ফুল ফান্ডেড স্কলার-শিপ পেয়ে গেছি।

এখনো স্বপ্নের মাঝে আছি। কিভাবে এই স্কলারশিপ পেয়েছি জানি না। আমি সৃষ্টিকর্তার কাছে কৃতজ্ঞ, আমার পরিবার সব সময় মানসিকভাবে সহায়তা করেছে, আমার কাছের কিছু মানুষ আমাকে প্রতিনিয়ত উৎসাহ দিয়েছেন, আর অনেক মানুষের আশীর্বাদ আর ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে আমার এই অর্জন।

মুহূর্তগুলো উপভোগ করছি। সেই বিনিদ্র রজনীগুলো, সেই চাঁপা উৎকণ্ঠা গুলো, সেই পাওয়ানা পাওয়ার বেদনাগুলো আজ হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। জীবনটা আসলেই সুন্দর। এই পথযাত্রায় যাদের কাছে থেকে নিরন্তর সহযোগিতা পেয়েছি তাদের কাছে আমি চির কৃতজ্ঞ।

স্বপ্ন ক্যাম্পাস

ইউনিভার্সিটি অব সাউথ এশিয়া

আধুনিক সভ্যতায় শুধু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলাই উদ্দেশ্য নয়, পাশাপাশি মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করাও এখন বড় চ্যালেঞ্জ। মানসম্মত শিক্ষার বাস্তবায়নের লক্ষ্যেই কাজ করে যাচ্ছে দেশের অন্যতম উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইউনিভার্সিটি অব সাউথ এশিয়া।

অর্থাভাবে যেন বাংলাদেশের কোনো শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষা থেকে বঞ্চিত না হয়। স্বল্প ব্যয়ে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার ব্রত অব্যাহত রাখতে বদ্ধপরিকর ইউনিভার্সিটি অব সাউথ এশিয়া।

ইউনিভার্সিটি অব সাউথ এশিয়া একটি অনন্যসাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়। এটি প্রতিষ্ঠা করেন দেশের অন্যতম প্রভাবশালী এবং বিখ্যাত রাজনীতিবিদ, চক্ষু বিশেষজ্ঞ ও তৎকালীন বাংলাদেশ সরকারের উপ প্রধানমন্ত্রী অধ্যাপক এম এ মতিন। তিনি ছিলেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব ট্রাস্টিজের প্রথম চেয়ারম্যান এবং প্রথম উপাচার্য। তার মানবিক এবং দানশীল কাজের মাধ্যমে নিজের দেশের মানুষের উন্নতির জন্য সম্পূর্ণ জীবন উৎসর্গ করেছেন।

বর্তমানে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান প্রখ্যাত চক্ষু বিশেষজ্ঞ এবং শিক্ষাবিদ, প্রফেসর ড. মোহাম্মদ মুহিত অধ্যাপক এম এ মতিনের সুযোগ্য সন্তান।

ইউনিভার্সিটি অব সাউথ এশিয়া একটি গণমুখী বিশ্ববিদ্যালয়। বাংলাদেশের জনসংখ্যার যে ঘনত্ব এবং বিশালত্ব, সে তুলনায় মানসম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা অত্যন্ত কম। আর যে-সব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করছে, সেগুলো প্রায় সবই অত্যন্ত ব্যয়বহুল। ঠিক এ ক্ষেত্রে ইউনিভার্সিটি অব সাউথ এশিয়ার গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

রাজনৈতিক মুক্ত পরিবেশে মানবসম্পদ উন্নয়নে ও শিল্পের চাহিদা অনুযায়ী গুণগত শিক্ষা দিয়ে আধুনিক মানে উন্নত করতে এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে দৃঢ় নেতৃত্ব অর্জন যেন এ ইউনিভার্সিটির লক্ষ। স্থানীয় মানব সম্পদের পরিধি প্রসারিত করে শিক্ষার্থীদের বিশ্বমানের হিসাবে উন্নত করতে শিক্ষা প্রদান করা এবং চাকরির বাজারের চাহিদা পূরণের জন্য কাজ করে যাচ্ছে এই বিশ্ববিদ্যালয়টি।

এটি এমন একটি বিশ্ববিদ্যালয়, যেখানে তুলনামূলকভাবে কম ব্যয়ে শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন। এ কারণে বাংলাদেশের সব শ্রেণির নাগরিক তাঁদের সন্তানদের এ বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে পাঠাতে পারেন। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে সুযোগ না পেলে স্বল্প ব্যয়ে মানসম্পন্ন উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করার কোনো সুযোগ থাকবে না এই ধারণা ইতিমধ্যে ভুল প্রমাণ করেছে ইউনিভার্সিটি অব সাউথ এশিয়া।

এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪টি স্কুলের মাধ্যমে ৩টি ডিপ্লোমা, ৬টি স্নাতক এবং ৭টি স্নাতকোত্তর প্রোগ্রাম রয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম, স্কুল অব বিজনেস, স্কুল অব ইঞ্জিনিয়ারিং, স্কুল অব পাবলিক হেলথ অ্যান্ড লাইফ সায়েন্স অ্যান্ড স্কুল অব আর্টস অ্যান্ড কালচার, অনুষদে বিবিএ, এমবিএ, ইএমবিএ, এমবিএম, বিসিএসই, বিসিএসআইটি, এমসিএস, এমসিএ, টেক্সটাইল, ইংরেজি, এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স, এমপিএইচ, এমএনএফএস, এমপিএইচও এবং ডিওএলভি প্রোগামে শিক্ষার্থীরা মানসম্মত উচ্চশিক্ষা লাভ করে থাকেন।

ইউনিভার্সিটি অব সাউথ এশিয়া ২০০৩ সালে অস্থায়ী ক্যাম্পাস বনানীতে প্রাতিষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করে। শিক্ষার মান উন্নয়ন ও মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করায় দেশ ও দেশের বাহিরে সমাদৃত ও চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় ২০২৩ সালে স্থায়ী ক্যাম্পাস সাভারের আমিন বাজারে সম্পূর্ণরূপে স্থানান্তরিত করার মাধ্যমে অ্যাকাডেমিক কার্যক্রম পূর্ণাঙ্গরূপে শুরু করে। ক্যাম্পাসের অবকাঠামে-াগত সম্প্রসারণ এবং আধুনিক সুযোগ-সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা আরও উন্নত পরিবেশে শিক্ষালাভ করতে পারে সে লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে এ ইউনিভার্সিটির সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।

এখানে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগত, মানসিক ও দৈহিক উন্নয়নের সব ধরনের ব্যবস্থা রয়েছে। অনলাইন ব্যবস্থাসহ সব ধরনের আধুনিক উপকরণ রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়টিতে রয়েছে অত্যাধুনিক ল্যাব ও হালনাগাদ প্রযুক্তির প্রয়োজনীয় সব ধরনের যন্ত্রপাতি। রয়েছে বিশাল অডিটোরিয়াম ও অত্যাধুনিক স্পোর্টস জোন। শিক্ষার্থীদের জন্য উন্নত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, ইন্টার্নশিপ এবং ক্যারিয়ার গাইডেন্স পরিষেবা আরও উন্নীতকরণ, যাতে তারা ভবিষ্যতে পেশাগতভাবে সফল হতে পারে।

বহির বিশ্বে যৌথ ডিগ্রি লাভে ক্রেডিট ট্রান্সফার প্রোগ্রাম স্থাপনের মাধ্যমে রয়েছে যাতে গুণগত শিক্ষা নিশ্চিত করা যায়। শিক্ষার্থীরা আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষালাভ করতে পারে এবং ব্যক্তিদের গুণমান, প্রতিভা এবং দক্ষতা উন্নত করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পেশাদার এবং দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে অ্যাকাডেমিক, প্রশাসনিক, উচ্চপ্রযুক্তির তথ্য ব্যবস্থা মধ্যে দক্ষতা অর্জন করতে পারে সে ব্যাপারে কাজ করে যাচ্ছে ইউনিভার্সিটি অব সাউথ এশিয়া ।

বিশ্বমানের শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার করার কারণেই জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এবং দায়িত্বশীল পদে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা উর্ধ্বেতন পার্যায়ে কর্মরত রয়েছে। এমনকি দেশের বাইরেও তাঁরা মেধা ও নিষ্ঠার স্বাক্ষর রেখে চলেছেন। শিগগিরই বাংলাদেশের মধ্যে প্রথম সারির বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপ নেবে ইউনিভার্সিটি অব সাউথ এশিয়া।

প্রতিবেদন প্রস্তুত- এম হাফিজ ও ইব্রাহিম খলিল।

স্বপ্নউদ্যোগ

জিয়াউল হক : দই বিক্রয় থেকে বই বিতরণ

জিয়াউল হক তিনি একজন প্রকৃত বইবন্ধু, জনবন্ধু, সমাজবন্ধু। মাথায় দই নিয়ে বিক্রি করেন আর ক্রয় করেন শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠ্যবই, শিক্ষা উপকরণ। সেগুলো তাদের দেন বিনামূল্যে। এর চেয়ে মহৎ কাজ আর কী হতে পারে এই সমাজে! যারা একুশে পদক পান, সবারই সমাজ-সাহিত্য-সাংবাদিকতায় কিছু না কিছু অনবদ্য অবদান থাকে। কিন্তু জিয়াউল হকের অবদানের গল্পটা পুরোপুরি ভিন্ন।

চাঁপাইনবাবগঞ্জের জেলার ভোলাহাট উপজেলার নিভৃত গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তার উপজেলা উপজেলা ভোলাহাট থেকে জেলা সদরের দূরত্ব প্রায় ৫৫ কিলোমিটার। তিনি বাইসাইকেল চালিয়ে মাথায় দইয়ের ডালি নিয়ে ছুটে চলতেন দই বিক্রি করতে। দুই হাতে ধরেন বাইসাইকেলের হ্যান্ডেল, দুইপায়ে মারেন প্যাডেল আর মাথায় থাকে দইয়ের ডালি আকাশপানে। দই বিক্রির টাকা দিয়েই সংসার চালান আর কিছু টাকা সঞ্চয় করে এলাকার শিক্ষার্থীদের জন্য কেনেন বই। মানুষ নিজের পরিবারের জন্য সঞ্চয় করেন। আবার অনেকে আছেন হাজার হাজার বা কোটি কোটি টাকা নিজের জন্য শুধু সঞ্চয়ই করেন না, হাজার হাজার কোটি টাকা পাচারও করেন। সমাজে এমন লোকের ভিড়ে আমরা হতাশাগ্রস্ত যখন তখন জিয়াউল হকের মতো মানুষ আশা জাগায়, আলোকিত করে সমাজকে।

৮৯ বছর বয়সে জিয়াউল হক ৬৮ বছর দই বিক্রি করেছেন মাথায় করে। অবসরে যায়নি তার সমাজকর্ম। আলো চড়াচ্ছে তার কর্ম, ছড়াবে অনন্তকাল এমনই আশা তার। তিলে তিলে সঞ্চয় করা দই বিক্রয়ের অর্থ দিয়ে। সমাজসেবায় বিশেষ অবদানের জন্য ২০২৪ সালে একুশে পদক পেয়েছেন জিয়াউল হক। দই বিক্রেতা জিয়াউল ওই অঞ্চলের মানুষের কাছে পরিচিত বইবন্ধু হিসেবে।

৮৯ বছর বয়সে জিয়াউল হক ৬৮ বছর দই বিক্রি করেছেন মাথায় করে। অবসরে যায়নি তার সমাজকর্ম। আলো চড়াচ্ছে তার কর্ম, ছড়াবে অনন্তকাল এমনই আশা তার। তিলে তিলে সঞ্চয় করা দই বিক্রয়ের অর্থ দিয়ে পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করেছেন, যাতে গরীব স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীরা যারা বই কিনতে পারেনা তারা বিনামূল্যে বই পাঠের সুযোগ পায়। এবারের একুশে পদক এই আলোর স্বীকৃতি। সঠিক ও উৎসাহব্যঞ্জক স্বীকৃতি।

তার সমাজসেবা বর্ধিত হয়েছে এখন শুধু দই বিক্রির টাকায় নয়, তাঁর মহৎ কাজের অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত অন্যসব নাগরিক ও সংস্থার অনুদানে। এসব অনুদানে এখন জিয়াউল হক মাদ্রাসা ও এতিমখানায় পোশাকও দিয়ে থাকেন। তিনি ঈদে দরিদ্রদের মাঝে কাপড় এবং শীতে শীতবস্ত্রও বিতরণ করেন। ছিন্নমূল মানুষকে তৈরি করে দেন ঘর। এতিমখানায় দেন কোরবানির খাসি। অসহায় নারীদের রমজান মাসে পানাহারের ব্যবস্থা করেন।

জিয়াউল হক শুধু সমাজসেবায়, শিক্ষার প্রদীপ জ্বালাতে সহায়তা করেননি, তিনি কর্পোরেট সোশাল রেসপনসিবিলিটিরও অনন্য উদাহরণ যদিও তিনি কর্পোরেট বাণিজ্য করতেন না। ছিলেন দইয়ের ফেরিওয়ালার হয়ে ক্ষুদ্র ব্যবসা করে দই বিক্রির মুনাফা থেকে সমাজকল্যাণে ব্যয় করতেন। তিনি এলাকায় পরিচিত "জীবন ঘোষ" নামে। নামের সঙ্গেও কর্মের মিল রয়েছে। কারণ তিনি আসলে সমাজকে ঘুণধরা থেকে রক্ষা করতে জীবন ব্যয় করেছেন।

স্বপ্নউদ্যোগ

রূপার মাইক্রো লাইব্রেরি

ধানমন্ডি লেকের বিভিন্ন পয়েন্টে ছোট ছোট বক্স বা কেস যা আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে বাধ্য, এ কোনো পাখির বাসা নয় এটি একটি মাইক্রো বুক কেস। আমাজন কিন্ডল, অ্যাপল বুকস, সেইবই, বইঘর, আলোর পাঠশালা, প্রতিলিপি, বইটই, গুডরিডস এসব অ্যাপের ভীরে জাকিয়া রায়হানা রুপা নিলেন এক অভিনব উদ্যোগ। ধানমন্ডি লেকের বিভিন্ন গাছে কিংবা পিলারে ঝুলে আছে পাখির বাসার মতো বই রাখার ছোট ছোট বাক্স এতে রয়েছে বিভিন্ন লেখকের বই। এমনি এক ভিন্ন উদ্যোগ নিয়ে এলেন গৃহিনী জাকিয়া রায়হানা রুপা। এই বুককেস বা বইয়ের বাক্সকে মাইক্রো লাইব্রেরি কিংবা উন্মুক্ত পাঠাগারও বলছেন অনেকে।

বই পড়ুয়া রুপার এমন একটি উদ্যোগের পিছনের গল্পটি হচ্ছে জার্মানে বসবাসরত বাংলাদেশি মানো বিশ্বাস জার্মানির এমন একটি দৃশ্যের মনোজ্ঞ বর্ণনা নিজের ফেসবুক পেজে লিখেছিলেন। সেই দৃশ্যে মুগ্ধ হয় রুপা, নিজের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তা শেয়ার করেন। দুদিন বাদে তাঁর মনে হলো, আমিও কেনো করছি না। ভাবলেন, বাড়ির কাছেই ধানমন্ডি লেক। সেখানে ছোট ছোট বুককেস স্থাপন করলে কেমন হয়? সকালে বা বিকেলে লেকের ধারে হাঁটতে আসা মানুষ বই পড়তে পারবেন। রুপার সবচেয়ে প্রিয় লেখক মহিউদ্দীন মোহাম্মদ। লেখকের শক্তিশালী গদ্য ও পরিষ্কারভাবে চিন্তা প্রকাশের ক্ষমতা রুপাকে আন্দোলিত করে।

১৬ নভেম্বর প্রথম বুককেসটা ধানমন্ডি ৭ নম্বর রোডের লেকের মসজিদের পেছনের রাস্তায় বসানো হলো। প্রথমটির ডিজাইন ইন্টারনেট থেকে নিলেও পরেরগুলোর নকশা করেন রুপা নিজেই। প্রথম বুককেসটি তৈরি করেছে সিমবায়োসিস আইটি নামের একটি প্রতিষ্ঠান। সবকিছু রুপা একা নিজ হাতে সামলাচ্ছেন। ফিজিক্যালি গিয়ে বক্স বসানো থেকে শুরু করে মিস্ত্রিকে অর্ডার দেওয়া, বই সিলেকশন করা সব কিছুই নিজে করছেন। বক্স লাগিয়ে আর বই দিয়েই ক্ষান্ড় নন রুপা। প্রতিদিনই মনিটরিং করছেন সবকিছু। যারা বই পড়ছেন কথা বলছেন তাদের সাথে।

শুরুটা নিজ উদ্যোগে হলেও সোস্যাল মিডিয়া বেশ আলোড়ন সৃষ্টি হয় মাইক্রো বুক কেস নিয়ে। তারপর থেকে ২য় ধাপে বুককেস বসানোর বিষয়ে সহযোগিতা চেয়ে একটি পোস্ট দিয়েছিলেন তিনি, তারপর অনেক মানুষ সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছেন। অনেকেই টাকা দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। অনেকে বই পাঠাচ্ছেন। মোট ২৭ হাজার টাকা উঠেছে, নিজের বাসাসহ মোট ১৬টি বুক কেস বসানো হয়েছে। কোন ধরনের বইকে বেশি প্রাধান্য দিচ্ছেন এমন প্রশ্নে রুপা বলেন, যেসব বই পড়লে মানুষ কিছু শিখতে পারবে, জানতে পারবে। সেই বইগুলোকেই সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে।

জাকিয়া রায়হানা রুপা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চারুকলা বিষয়ে লেখাপড়া শেষ করেন। তিনি পুরোদস্তুর গৃহিনী, বর্তমানে স্বামী ২ সন্তান নিয়ে থাকেন ধানমন্ডিতে। এছাড়াও তিনি আরো তিনটি বিষয় নিয়ে কাজ করছেন মেন্টাল হেলথ, সেক্স এডুকেশন, প্যারেন্টিং বিষয়ে ভাবনা শেয়ার। পাঁচ ছয় বছর ধরে এই বিষয়গুলো পড়ে পড়ে শিক্ষামূলক পোস্ট দেন ফেসবুকে। এছাড়াও রাস্তর প্রাণীদের অধিকার সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করার কাজও করেন তিনি। ধানমন্ডির বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজে রুপা মরণোত্তর চোখ ও দেহ দান করেছেন।

স্বপ্নপূরণ

সোহানা সিরাজ

সোহানা সিরাজ: বাংলাদেশ বেতারের তালিকাভুক্ত ১ম নারী ধারাভাষ্যকার

ছোটবেলায়, আমার আব্বু ছিলেন ক্রিকেট পাগল, আর আমি ছিলাম আব্বু পাগল। সেই সূত্রে খুব ছোটবেলায়, ক্রিকেটের সাথে পরিচয়। আস্তে আস্তে আব্ব শেখাতে শুরু করলেন ক্রিকেটের নিয়ম কানুন। দেখতাম, যে দলের খেলাই হোক না কেন, আব্বু সেখানে কোনো না কোনো একটা দলকে সাপোর্ট করতেন, খেলাটা উপভোগ করার জন্য। প্রথম দিকে, প্রতি ম্যাচে আব্বুর পছন্দের দলই ছিলো আমার পছন্দ। খেয়াল করলাম, যেদিন টিভিতে খেলার সময়ে বাংলায় বর্ণনা দেওয়া হয়, সেদিন আমার আব্বু টিভির সাউন্ডটা খুব বাড়িয়ে রাখেন আর গলা মিলিয়ে উদযাপন করেন। তখন থেকে আমারও শুরু, আব্বু চার বললে আমিও চার, আব্বু ছক্কা বললে আমিও বলি ছক্কা। সময় গড়ানোর সাথে সাথে একটা ব্যাপার বদলে গেল, কোন ম্যাচে আব্বু যে দল সাপোর্ট করে, আমি ঠিক অন্য দলকে সাপোর্ট করতে শুরু করি। উদ্দেশ্য, আব্বুর মতো করে, চার ছক্কা গলা মিলিয়ে একা একা বলা। ক্রিকেট ম্যাচ দিনেই হোক বা রাতে, সেটা আমাকে দেখে ৪.৬ বলে গলা মেলাতে হবে, এরকম একটা নেশা হয়ে গেল। কিন্তু পড়ালেখার চাপে, আগ্রহ না কমলেও, সময় আর সুযোগ দুটোই যেন হারিয়ে গেল। ইউনিভার্সিটিতে গ্রাজুয়েশনের চাপমুক্ত হওয়ার পর, আমি ঢাকাতে পাকাপাকিভাবে থাকতে শুরু করলাম। দেখলাম, আমার হাসবেন্ড একটা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে চাকরি করেও ভালোলাগার জায়গা থেকে একটা প্রতিষ্ঠানে ক্রিকেট ও ফুটবলের ধারাভাষ্য দিচ্ছে। তখন আমি, আমার সেই ভালোলাগার কাজটা শেখার জন্য, নিজের ভালোবাসাটা আবারও খুঁজে পেলাম। তাকে জানাতেই, সেও খুব খুশি হয়েই আমাকে শেখাবে জানালো।

সময়টা ২০১৭, বাংলাদেশ বনাম সাউথ আফ্রিকা সিরিজ। আমার হাসবেন্ড যে প্রতিষ্ঠানে কাজ করে, সেখানে একজন মেয়ে ধারাভাষ্যকার খুব দরকার। সাহস করে সেদিন তাকে বললাম, আমি করতে চাই। প্রথমে সে সাহস পায়নি আমাকে এত তাড়াতাড়ি মাইক্রোফোন দেওয়ার। কিন্তু অত অল্প সময়ে অন্য কাউকে খুঁজে না পেয়ে, আমাকেই সুযোগ দিতে রাজি হয়ে গেল। কিন্তু যেহেতু আমি ক্রিকেট খেলিনি কোনদিন, তাই আগে থেকেই আমার জানা-বোঝা আর শেখাটা ছিলো শুধু মুখে মুখে। এবার শুরু হলো খাতা কলমে, বই-পুস্তকে। যা কিছু শেখার, সবকিছু খাতায় লিখে লিখে শিখলাম। খুব অল্প সময় শিখলাম। সংখ্যাটা শুনে কেউ হয়তো অবাক হতে পারেন। ১ দিন, ১ রাত। জ্বী, এই সামান্য সময়ে, ব্যাসিক প্যাটার্নটুকু জাস্ট শিখলাম। পরদিন সকালেই ম্যাচ। আমি শুধু এটা ঠিক করে নিয়েছিলাম, যা বলবো, তা যেন সঠিক তথ্যই হয়। তা যত অল্প বলাই হোক না কেন! বেশি বেশি বলতে গিয়ে, ভুল কিছু যেন না হয়।

সকাল হলো, সময় এলো। লাইভ টেকনোলজিস লিমিটেড এর হয়ে ১ম দিন মাইক্রোফোনে বসা। গলা কাঁপছে, তবুও কথা বলে চলেছি। সময়টা কাঁটলো কোনমতে। আমার ১ম কো-কমেন্টেটর বললো, যা বলেছেন, যেটুকু বলেছেন, ১ম দিন হিসেবে অনেক ভালো বলেছেন। আর আমার হাসবেন্ড বললো, তেমন ভালো হয়নি, আরো অনেক শিখতে হবে। এই কথাটা অবশ্য সে আজও বলে, ভবিষ্যতেও বলবে, আমি জানি। কারন শেখার তো কোন শেষ নেই! লাইভ টেকনোলজিস থেকে লাইভ রেডিও, একেক সময়ে একেক জনের সাথে ভাগ করে নিয়েছি কমবক্স। দেখেছি সারা বাংলাদেশের মানুষ কতটা ভালোবেসেছে, পেয়েছি তাদের অসংখ্য কল আর মেসেজ। একে একে বাংলাদেশের সব সিরিজ, বিপিএল, আইপিএল, বিশ্বকাপ, এশিয়া কাপ, ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ, সব সময় সব টুর্নামেন্টের সব ম্যাচে কমেন্টারি করে চলেছি। তাই চর্চাটাও চলতে হতে থাকলো।

এর মাঝে একদিন দেখলাম, আরেকজন মেয়ে কমেন্টেটর এসেছেন, তিনিও আমাদের টিমে কাজ করবেন, নাম তামান্না সিদ্দিক। দেখলাম সবাই একটু বেশিই গুরুত্ব দিচ্ছেন আপুকে, কারণ উনি বাংলাদেশ বেতারে কাজ করেন। যদিও পরে জানলাম, তিনি আসলে বেতারে অন্য বিভাগে কাজ করেন, ধারাভাষ্যে নয়। তবে, তখন থেকেই আমার আগ্রহ বাড়লো বাংলাদেশ বেতার সম্পর্কে।

এমনকি, বাংলাদেশ বেতারের হয়ে ধারাভাষ্য দেওয়ার ইচ্ছাটাও বেশ দৃঢ় হলো। কারন, ততদিনে আমি আমার পারফরম্যান্সে কিছুটা হলেও আত্মবিশ্বাসী হয়েছি। ভেবেই নিলাম, যেদিন পরীক্ষা দিবো বেতারে, সেদিন সুযোগ পেয়েই ফিরবো। আর তাই, প্রস্তুতিটা সেভাবেই নিতে হবে আমাকে।

এরপর লাইভ টেকনোলজিস লিমিটেড থেকে পথবদল করলাম। রেডিও ধ্বনিতে কাজ শুরু হলো আমার। কিন্ত সেখানে আসলে তেমন সন্তি খুঁজে পাচ্ছিলাম না। তবে, আমি আমার মতো শিখতে থাকলাম, অভিজ্ঞতা বাড়ালাম। এরপর, যখন রেডিও ধ্বনি ছেড়ে দিলাম, তখন রেডিও স্বাধীনে কাজ শুরু করার সুযোগ এলো। আর সেই সুযোগটা অদ্ভুতভাবে এসেছিলো। ছোটবেলা থেকে যার ধারাভাষ্য শুনে তার ফ্যান হয়েছি, সেই চৌধুরী জাফরুল্লাহ শারাফাত স্যার নিজেই আমাকে জানালেন, রেডিও স্বাধীনে ধারাভাষ্য করার কথা। প্রথমে বিশ্বাসই হচ্ছিল না যে, আমি ওনার সাথে কথা বলছি! এরপর আসলাম রেডিও স্বাধীনে। ১ম দিন মনে হলো, সবাই একটু রিজার্ভড। আমিও খুব কম কথা বলে, কাজটা করতে থাকলাম। কয়েকদিন সবার সাথে কাজ করে বুঝলাম, সেখানে সবাই বেশ দারুন মানুষ।

এরপর জানতে পারলাম, বাংলাদেশ বেতারে অডিশন নেওয়া হবে ধারাভাশ্যকার হিসেবে তালিকাভুক্ত হওয়ার। আমিও বেতারে অডিশন দেওয়ার জন্য আবেদন করলাম। অনেক জোরাজুরি করে আমার মেন্টর, আমার হাসবেন্ডকেও আবেদন করালাম। মূলত তার আবেদন পত্রটা আমি নিজেই লিখে জমা করে দিলাম। বেতারে অডিশন দেওয়ার ডেট জানিয়ে এস এম এস এলো দুজনের নম্বরেই। সে তো অবাক। যাবে না বলেই দিলো। এদিকে, আই পি এল চলমান থাকায়, বেতারের অডিশনের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য আমার আলাদা করে সময় বের করা খুব কঠিন ছিলো। তবুও, সময় বের করে নিয়েছি রাত ২ টার পর।

২১ মে, সকালে এক পশলা বৃষ্টির পর, বেশ খানিকটা দেরি হলো বেতারে পৌঁছাতে, সাথে জোর করেই নিয়ে গেলাম আমার হাসবেন্ডকে। দেরি হয়ে যাওয়ায়, আমার অডিশনের সিরিয়াল পেরিয়ে গিয়েছিলো। প্রায় ৫ ঘন্টা অপেক্ষার পর আমার ডাক পড়লো। ততক্ষনে, সারাদিন না খেয়ে, আগে থেকেই অসুস্থ থাকা আমি, অনেকটাই দূর্বল হয়ে পড়েছি। এমনকি শ্বাসকষ্টটাও শুরু হয়ে গিয়েছে। তবুও, যথেষ্ট কনফিডেন্স থাকায়, নিজেকে সামলে অডিশন রুমে ঢুকলাম। তাকিয়ে দেখলাম বেশ কয়েকজন বসে আছেন। মাত্র দুজনকে চিনলাম। আলফাজউদ্দিন আহমেদ স্যারের সাথে এর আগে ২ বার দেখা হয়েছিলো। আর একজন, চৌধুরী জাফরউল্লাহ শারাফাত স্যার। সেদিনই প্রথম সামনে থেকে দেখলাম তাকে। বাকি কাউকেই চিনিনা, এটা ভেবে একটু নার্ভাস লাগলো। তবে নিজেকে সামলে নিলাম। কারন, আমি জানি, আমাকে এখানে পারফর্ম করতেই হবে। শুরু হলো ধাঁপে ধাঁপে পরীক্ষা। আলহামদুলিল্লাহ, সবগুলো ধাঁপই আমার খুব ভালোভাবে কেঁটে গেল। বিশেষ করে কঠিন ধাঁপ ছিলো প্রশ্নোত্তর পর্ব। আল্লাহর রহমতে, সব প্রশ্নের উত্তর দিতে থাকলাম। সবার সন্তুষ্টি দেখে আরো কনফিডেন্স পেলাম। অডিশন শেষ করলাম। এরপর থেকে রেজাল্টের জন্য অপেক্ষা। পরীক্ষা ভালো হলে বরাবরই আমি রেজাল্টের জন্য পাগল হয়ে যায়! যদিও জানলাম ৩ দিনে মোট ৩০০ জনের মত অডিশন দিয়েছেন, তবুও আমি বেশ কনফিডেন্ট ছিলাম নিজের ব্যাপারে।

অতঃপর, ২৫ মে, দুপুর ১২ টা বেজে ২৮ মিনিট একটা ফোনকল এলো। ওপার থেকে একজন বললেন,

"কনগ্রাচুলেশন সোহানা, আমি বেতার থেকে রফিকউদ্দিন আকন্দ বলছি। আপনি বেতারে ধারাভাষ্যের জন্য যে অডিশন দিয়েছিলেন, সেখানে আপনি বেশ ভালো করেছেন। আপনি আমাদের একমাত্র লেডি উইনার", আবারো অভিনন্দন আপনাকে।"

এরপর বেশ কিছুক্ষণ কথা বললেন তিনি। বোঝালেন এটা কত বড় একটা সম্মানের জায়গা, যেটা আমি অর্জন করেছি। প্রাপ্তির আনন্দটা পরিপূর্ণ হলো আমার। এরপর ২৯ মে, সরাসরি চিঠি গ্রহণ করতে বাংলাদেশ বেতারে গেলাম আমরা ৭ জন, প্রায় একসাথেই গেলাম বলা যায়। জানলাম, শত শত পরীক্ষার্থীর ভিড়ে আমরা সুযোগ পেয়েছি মোট ১৬ জন। যদিও, ১৬ জনকেই আমি চিনি না। তবে সেই ১৬ জনের মধ্যে আমি ও আমার হাসবেন্ড সুযোগ পেয়েছি, এটা ভেবে দারুণ আনন্দ হচ্ছিলো। এরপর শুরু হলো পুলিশ ভেরিফিকেশনের পালা। বেশ লম্বা একটা পদ্ধতির মধ্য দিয়ে পুলিশ ভেরিফিকেশন সম্পন্ন হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ। এখন শুধু অপেক্ষা সেই দিনের, যেদিন ১ম বার বাংলাদেশ বেতারের মাইক্রোফোনে বলবো, "স্বাগত জানাই সবাইকে বাংলাদেশ বেতারে, আপনাদের সাথে সরাসরি ধারাভাষ্যে যুক্ত আছি, আমি সোহানা"।

স্বপ্নমুখ

২০২৪ সালে বিশ্বনন্দিত বাংলাদেশি নারী

ফৌজিয়া করিম

বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ফৌজিয়া করিম ফিরোজকে ২০২৪ সালের 'আন্তর্জাতিক সাহসী নারী' (ইন্টারন্যাশনাল উইমেন অব কারেজ অ্যাওয়ার্ড) পুরস্কারে ভূষিত করেছে যুক্তরাষ্ট্র। গত ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস সামনে রেখে দেশটির পররাষ্ট্র দপ্তর এ ঘোষণা দেয়। বিশ্বজুড়ে মানবাধিকার, সমতা ও নারীর ক্ষমতায়নের পক্ষে যেসব নারী নেতৃত্ব দেন, তাদেরকে প্রতি বছর এই পুরস্কার দেয় যুক্তরাষ্ট্র। ফৌজিয়া করিম তাঁর নিজস্ব আইনি সহায়তা প্রতিষ্ঠানের প্রধান। সেই সঙ্গে তিনি ফাউন্ডেশন ফর ল অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের (এফএলএডি) চেয়ারপারসন হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এ ছাড়া ২০০৭ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন ফৌজিয়া।

ফৌজিয়া ব্যক্তিগতভাবে গার্মেন্টস শ্রমিকদের পক্ষে তাদের নিয়োগকর্তাদের বিরুদ্ধে প্রায় ৩ হাজার মামলা করেন। তিনি বাংলাদেশ স্বাধীন গার্মেন্টস ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন ফেডারেশন (বিআইজিইউএফ) প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করেন।

রিকতা আখতার বানু

বিদায়ী বছরের বিশ্বের অনুপ্রেরণাদায়ী ও প্রভাবশালী ১০০ নারীর নামের তালিকা প্রকাশ করেছে বিবিসি। বিবিসির এবারের ১০০ নারীর নামের তালিকায় ছিলেন বাংলাদেশের কুড়িগ্রামের চিলমারীর রিকতা আখতার বানু। বাংলাদেশের উত্তরের প্রত্যন্ত অঞ্চলে রিকতা আখতারের বাড়ি। তিনি পেশায় একজন নার্স। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা করে প্রশংসিত হয়েছেন।

রিকতা বানু তাঁর সন্তানকে নিয়ে ঘটে যাওয়া এক ঘটনা থেকেই এই স্কুল প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেন। ঘটনাটি হলো, ২০০৮ সালে ৯ বছরের বাকপ্রতিবন্ধী সন্তান তানভীর দৃষ্টি মনিকে স্থানীয় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করান। কিন্তু কয়েকদিন পর স্কুল কর্তৃপক্ষ সে সন্তানকে ফিরিয়ে নিতে যেতে বলেন। এর পর বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের জন্য স্কুল তৈরি করেন রিকতা। থানাহাট, ডাউয়াটারি, জোড়গাছ, গুয়াতিপাড়া ও সরকার পাড়াসহ ব্রহ্মপুত্রে পাড়ের বিভিন্ন গ্রাম থেকে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুরা এখানে পড়ালেখা করতে আসে।

ড. ফেরদৌসী কাদরী

ফেরদৌসী কাদরী আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র বাংলাদেশের (আইসিডিডিআর'বি) জ্যেষ্ঠ বিজ্ঞানী। তিনি চার দশকেরও বেশি সময় ধরে জনস্বাস্থ্য খাতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলছেন। গত ৬ ডিসেম্বর ভিয়েতনামের 'ভিনফিউচার স্পেশাল প্রাইজ' লাভ করেন তিনি।

কলেরা, টাইফয়েড ও হিউম্যান প্যাপিলোমাভাইরাসের (এইচপিভি) সুলভ মূল্যের টিকা উদ্ভাবনে অবদান রাখার জন্য তাঁকে এ পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। উনয়নশীল দেশের উদ্ভাবক ক্যাটাগরিতে তিনি এ পুরস্কার পান।

ফেরদৌসী কাদরী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণরসায়ন ও আণবিক জীববিদ্যাবিভাগ থেকে ১৯৭৫ সালে বিএসসি ও ১৯৭৭ সালে এমএস ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৮০ সালে যুক্তরাজ্যের লিভারপুল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণরসায়ন/প্রতিষেধকবিদ্যা বিভাগ থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন।

এরপর আইসিডিডিআর'বির প্রতিষেধক বিদ্যা বিভাগ থেকে পোস্ট ডক্টরাল গবেষণা শেষে একই প্রতিষ্ঠানে ১৯৮৮ সালে সহযোগী বিজ্ঞানী হিসেবে যোগ দেন।

২০০৮ সালে ফিরদৌসী কাদরী বাংলাদেশ বিজ্ঞান অ্যাকাডেমির গোল্ড মেডেল প্রাপ্ত হন। তিনি ২০০২ সালে উন্নয়নশীল দেশে সংক্রামক আন্ত্রিক রোগ গবেষণার জন্য ক্রিস্টোফ মেরিএউক্স পুরস্কার পান। ২০১৩ সালে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বিজ্ঞানের অগ্রগতির জন্য বিশ্ব বিজ্ঞান অ্যাকাডেমির বার্ষিক সিএনরাও পুরস্কার পান।

স্থ'পতি মেরিনা তাবাসসুম

মার্কিন সাময়িকী টাইম এর করা বিশ্বের প্রভাবশালী ১০০ ব্যক্তির তালিকায় এ বছর স্থান পান বাংলাদেশের স্থ'পতি মেরিনা তাবাসসুম। ১৯৬৮ সালে ঢাকায় জন্ম মেরিনা তাবাসসুমের। মেরিনা হলিক্রস বালিকা উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজে পড়াশোনা শেষ করে বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপত্য বিভাগে ভর্তি হন। ১৯৯৪ সালে সেখান থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। ২০০৫ সালে তিনি নিজের ফার্ম আর্কিটেক্টস প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেখানে পান স্থপতি হিসেবে কাজ শুরু করেন।

স্থপতি মেরিনা তাবাসসুমের এটিই প্রথম আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ছিল না। তাঁর অসামান্য কৃতিত্বের জন্য ২০২১ সালে আমেরিকান একাডেমি অব আর্টস অ্যান্ড লেটারস অ্যাওয়ার্ডসের সোয়ান পদক পান। এ ছাড়া ২০২০ সালে ব্রিটিশ সাময়িকী প্রসপেক্ট এর ৫০ চিন্তাবিদের মধ্যে শীর্ষ ১০ জনে স্থান করে নিয়েছিলেন তিনি। তিনি ১০ জনের মধ্যে তৃতীয় হন।

সুলতানি আমলের স্থাপত্য রীতিতে অনুপ্রাণিত হয়ে ২০১২ সালে নির্মিত ঢাকার বায়তুর রউফ মসজিদের নকশা করেছিলেন মেরিনা তাবাসসুম। এতে সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ করেছে ছাদ ও দেয়ালের ছিদ্র দিয়ে মসজিদের ভেতরে আলো প্রবাহের বিষয়টি। অসাধারণ এই নকশা তাঁকে এনে দেয় স্থাপত্যে সম্মানজনক পুরস্কার 'আগা খান অ্যাওয়ার্ড ফর আর্কিটেকচার'। আর এই ধারাবাহিকতায় এ বছর টাইমের ১০০ প্রভাবশালী ব্যক্তির তালিকায় স্থান পেয়েছেন তিনি।

সাবরিনা রশিদ সেওঁতি

সাবরিনা রশিদ সেওঁতি, তিনি চলতি বছরের ১১ আগস্ট টরন্টোতে আইডবিউএ 'ওয়ার্ল্ড ওয়াটার কংগ্রেস' ইন্টারন্যাশনাল ওয়াটার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সম্মানজনক 'ইউথ লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড' অর্জন করেন। প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে তিনি এই পুরস্কার পান।

সাবরিনা ময়মনসিংহের এক ডাক্তার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বর্তমানে তিনি পেশায় একজন পানিসম্পদ প্রকৌশলী। তিনি মূলত পরিবেশ, জলবায়ু ও পানি সম্পদ নিয়ে কাজ করেন। তিনি ছোটবেলা থেকে শুরু থেকে উচ্চশিক্ষার বিভিন্ন স্তরে পেয়েছেন অসংখ্য বৃত্তি ও পুরস্কার। বুয়েট থেকে স্নাতকের পর মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনলোজির সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে প্রভাষক হিসেবে কাজ করেন। এরপর কানাডায় পূর্ণ বৃত্তি নিয়ে মাস্টার্স করেন এবং সেখানেই পেয়েছেন গ্র্যাজুয়েট রিসার্চ ফেলোশিপ, রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্টশিপ, টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্টশিপ। বুয়েটের চতুর্থ বর্ষে তিন বন্ধুকে নিয়ে বিভিন্ন পানি সমস্যার সমাধানের জন্য 'টেট্রা' নামের একটি স্টার্ট-আপ শুরু করেন। বর্তমানে টেট্রার ডিরেক্টর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। টেট্রাতে কাজ করার পাশাপাশি কানাডায় পানিসম্পদ প্রকৌশলী হিসেবে বিভিন্ন পানি, সেতু, বন্যাবিষয়ক প্রজেক্টে কনসালট্যান্ট হিসেবেও কাজ করছেন।

স্বপ্ন আয়োজন

সাহসিকা

বাধ ভেঙে দাও...

নারী উদ্যোক্তাদের অগ্রযাত্রায় অনবদ্য উদ্যোগ

রেদোয়ান রাহী

৮ মার্চ ২০২০! বাংলাদেশে প্রথম করোনা সনাক্ত করা হয় প্রাণঘাতি করোনায় যখন পুরো পৃথিবী স্তব্ধ হয়ে পড়ে; হঠাৎ হোচট খায় স্বাভাবিক জীবন। থমকে দাড়ায় জীবিকার পথ। লাখো মানুষ.. কর্মহীন, ঘরবন্দি হয়ে পড়ে। ঠিক সেই সময় বাঁধার প্রাচীর ডিঙিয়ে ভয় ভেঙে ঘুরে দাড়ায় নারীরা; ঘরে বসেই ঘরের মানুষদের জন্য আয়বর্ধক কিছু একটা করার প্রত্যয়ে জ্বলে ওঠা প্রত্যন্ত অঞ্চলের সেইসব সাহসী নারীদের নিয়ে শুরু হয় সাহসিকা। উদীয়মান নারী উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষিত ও দক্ষ করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ক্যারিয়ার কেয়ার.কম প্ল্যাটফর্মে দেড় মাস ব্যাপী অনলাইন কোর্সে তাদেরকে ব্যবসায় পরিকল্পনা, পণ্যের মান ব্যবস্থাপনা, বাজারজাতকরণ, অর্থায়ন প্রক্রিয়া, ই-কমার্সসহ নানা খুটিনাটি বিষয়ে ১২ টি সেশন সম্পন্ন হয় যা তাদেরকে করোনা মোকাবেলা করে জীবনযুদ্ধে এগিয়ে যাবার সাহস ও রসদ জোগায়।

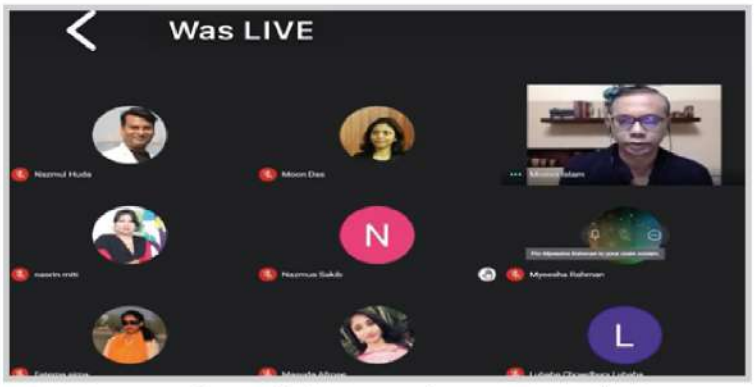

সাহসিকা-নারী উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ সমাপন পর্ব

শেষ হইয়াও হইলোনা শেষ: দেড়মাস ব্যাপী অনলাইন কোর্স শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের প্রাণের আকুতিতেই শুরু হয় সাহসিকা সমাবেশ।

ফেসবুক থেকে ফেস টু ফেস সাক্ষাত! সারাদেশ থেকে সমবেত হতে থাকে সাহসিকারা। ৮ মার্চ ২০২৩ তারিখ আন্তর্জাতিক নারী দিবসে সাহসিকাদের বাধভাঙা উচ্ছাসে উৎসবমুখর হয়ে ওঠে রাজধানীর বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র । সাহস করে স্বপ্ন নিয়ে যেসকল নারী কিছু একটা করার প্রয়াসে যাত্রা শুরু করেছিল তাদের জন্য 'বাধ ভেঙে দাও' স্লোগানে দিনব্যাপী নারী উদ্যোক্তা সমাবেশ ও কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন উইমেন অ্যান্ড ই কমার্স ট্রাস্টের প্রেসিডেন্ট নাসিমা আক্তার নিশা, বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের উপপরিচালক ও পেশা প্রশিক্ষক আনিসুর রহমান, লেখক ও বাংলাদেশ ব্যাংকের যুগ্মপরিচালক নাজমুল হুদা এবং মাইডাস ফাইন্যান্সের এজিএম মো. এনামুল ইসলাম। উদ্যোক্তাদের পণ্য বা সেবার মান, বাজারজাতকরণ, অর্থায়ন, ই কমার্সসহ নানা বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ প্রদান করেন সোনারগাঁও ইউনিভার্সিটির সহাকারী অধ্যাপক ও জেসিআই ঢাকার ভাইস প্রেসিডেন্ট তাজবীর সজিব, আইডিএফসির সহকারী ব্যবস্থাপক মো. কামরুজ্জামান এবং ইউএস বাংলা ফুটওয়্যারের লিমিটেডের ডিজিটাল মার্কেটিং প্রধান ফরিদুজ্জামান স্বাধীন। পেশাভিত্তিক পোর্টাল 'ক্যারিয়ার কেয়ার' এবং উইমেন অ্যান্ড ই-কমার্স ট্রাস্ট (DB) এর উদ্যোগে পৃষ্ঠপোষকতায় ছিল ব্র্যাক ব্যাংক ওমেন ব্যাংকিং সেগমেন্ট তাঁরা' ও মাইডাস ফাইন্যান্সিং লিমিটেড এবং প্রচার সহযোগী ছিল পাক্ষিক অনন্যা, দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড, বিডি ২৪ লাইভ।

সমকাল
প্রকাশ: বুধবার, ০৮ মার্চ ২০২৩
পৃ: অনলাইন

১ম সাহসিকা সমাবেশ ও সম্মাননা আয়োজনের সংবাদ চিত্র

পরের বছর ঠিক একই দিনে নারী উদ্যোক্তাদের নিয়ে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সমাবেশ হয় রাজধানীর ইন্সটিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স মিলনায়তনে। স্বপ্নশীলন ও ক্যারিয়ার কেয়ারের উদ্যোগে বাংলাদেশ উইমেন এন্ড ইকমার্স ট্রাস্ট (DB) ও নেদারল্যান্ড ভিত্তিক উদ্যোক্তা পরামর্শক পুম এর সহযোগিতায় সেবার সারাদেশের প্রায় পাচশত সাহসী নারী উদ্যোক্তা সমবেত হয়। অনুষ্ঠানে আটজন উদীয়মান উদ্যোক্তাকে সাহসিকা নারী উদ্রোক্তা সম্মাননা ২০২৪ প্রদান করা হয়। উদ্যোক্তাদের নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন কৃষি উন্নয়নে গনমাধ্যম ব্যক্তিত্ব ও চ্যানেল আইয়ের বার্তা প্রধান শাইখ সিরাজ, পুম নেদারল্যান্ডি প্রতিনিধি পল্লব মাজহার, বেসিস এর সাবেক সভাপতি, বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতির প্রতিনিধিসহ বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ বক্তা।

নারী দিবসে ৮ উদ্যোক্তা পেলেন সাহসিকা সম্মাননা

স্বপ্নশীলন

এবারে ৩য় বারের মতো শুরু হচ্ছে সাহসিকা। রাজধানীর ঢাকা রিজেন্সি হোটেলে আগামী ৮ মার্চ ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠতব্য এ আয়োজনে দেশের প্রায় ৩০০ নারী উদ্রোক্তাদের নিয়ে শুরু হচ্ছে এ আয়োজন। স্বপ্নশীলন ও ক্যারিয়ার কেয়ারের আযোজনে নারী উদ্রোক্তা সম্মারা আযোজনে সহআয়োক উইস্ত্রান এন্ড ই কমার্স ট্রাস্ট উই, নারী উদ্যাক্তা ফোরাম। আশা করি এবারের আযোজনের মধ্য দিয়ে সাহসিকা আরও এগিয়ে যাবে। এবারেও আনুষ্ঠানিকভাবে আট জনকে প্রদান করা হবে সাহসিকা-নারী উদ্যোক্তা সম্মাননা ২০২৫.

সাহসিকা
বাঁধ ভেঙ্গে দাও...

নারী উদ্যোক্তা সম্মাননা ২০২৫

ড. আফরোজা পারভীন

প্রতিষ্ঠাতা এবং নির্বাহী পরিচালক, নারী উন্নয়ন শক্তি

তিনি একজন মানবাধিকার কর্মী হিসেবে বিগত ৩২ বৎসর যাবত বাংলাদেশের বিভিন্ন উন্নয়ন ক্ষেত্রে কাজ করে যাচ্ছেন। তিনি এর বিগত ১৯৯২ সালে এটি একটি অরাজনৈতিক, বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান হিসেবে ৭৯টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করে এবং ৪৫টি ডোনার পার্টনারের সাথে চার্জ করে বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএসসি ডিগ্রি লাভ করেন। এরপর তিনি যুক্তরাজ্যের উনিভার্সিটি কলেজ অব লন্ডনে জেন্ডার পলিসি এন্ড প্ল্যানিং এবং যুক্তরাষ্ট্রে উইমেন ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেন। তিনি "Violence against Women varied by Economic Condition" বিষয়ের উপরে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। ওয়াশিংটন ডিসির সেডপা (CEDPA) তে এক বৎসর মেয়াদে তিনি একজন আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ কোচ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

কমনওয়েলথ ইয়থ প্রোগ্রামের একজন ইন্টারন্যাশনাল ফ্যাসিলিটেটর হিসেবে তিনি দেশে ও বিদেশে অসংখ্য প্রশিক্ষণ লাভ করেন। তাঁর প্রকাশিত ২৩ টি বই রয়েছে।

রিচি সোলাইমান

অভিনেত্রী, মডেল এবং প্রতিষ্ঠাতা, ইটারনাল বিউটি লাউঞ্জ

তিনি ৪০ টির বেশি বাংলা ধারাবাহিক নাটকে অভিনয় করেছেন, দেড়শতাধিক বা তার অধিক খন্ড নাটকে অভিনয় করেছেন। আরো অভিনয় করেছেন একক নাটক, টেলিছবিও বিজ্ঞাপনে। ঢাকার উত্তরায় রিচি সোলায়মান চালু করেছেন একটি বিউটি স্যালুন। উত্তরার রবীন্দ্র সরণিতে 'ইটারনাল বিউটি লাউঞ্জ' নামের প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা ছিল তাঁর অনেক দিনের। এখানেই এখন সময় বেশি দেবেন বলে জানালেন এই অভিনয় শিল্পী ও মডেল।

এই প্রতিষ্ঠানে ১০ থেকে ২০ জন নারী কাজ করেন। এই নারীরা তাঁদের পরিবার কে সাপোর্ট করেন। এটা যত বড় হবে, ততই সবারই সুবিধা হবে। আর ও বেশি কর্মসংস্থান হবে। ততবেশি পরিবার ও এই প্রতিষ্ঠান দ্বারা উপকৃত হবে বলে তিনি আশা করেন।

নিশাদ নার্গিস

চেয়ারম্যান, নকিব টেকনোলজি

২০১৩ সালে মাত্র ১০ জন জনবল নিয়ে কার্যক্রম শুরু। ২০০৯ সালে ২৫ ফেব্রুয়ারি মর্মান্তিক বিডিআর বিদ্রোহে নিহত স্বামী শহীদ কর্নেল নকিবুর রহমানের মৃত্যুর শোককে শক্তিতে পরিণত করে ব্যবসায়ের হাল ধরেন নিশাদ নার্গিস। ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস (বিইউপি), সামরিক জাদুঘরসহ নানা প্রতিষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ কাজের অংশীদার নকিব টেকনোলজি। এছাড়া নকিব গ্রুপের অন্যান্য অঙ্গ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে অবকাঠামো উন্নয়নসহ নানা কার্যক্রমে নেতৃত্ব দিচ্ছেন নিশাদ নার্গিস।

মাকসুদা খাতুন

স্বত্ত্বাধিকারী : সাবাব লেদার

বাবা মায়ের বড় মেয়ে। ঢাকার শ্যামলীতে জন্ম ও বেড়ে উঠা। শিক্ষকতার মাধ্যমে শুরু হয় কর্মজীবন। এরপরে চাকরি না করে নিজে কিছু করার প্রত্যয়ে বাসায় ব্যাচে ছাত্রছাত্রী পড়াতেন। জীবনের একটাই লক্ষ্য উদ্দেশ্য নিজেকে নিজের জন্য, পরিবারের জন্য ঘুরে দাড়াতে হবে, প্রমাণ করতে হবে নিজেকে। শুরু হলো নতুন পথচলা। কেউ পাশে নেই, একরাশ অনিশ্চয়তা আর একটাই প্রত্যয়, ঘুরে দাড়াতেই হবে। সে সময় মার্কেটে লেদার প্রডাক্টটা খুবই সম্ভাবনাময়ী একটা শিল্প, এরপর ২০১৬ সালে নিজের জমানো কিছু টাকা আর বিয়ের গহনা নিয়ে শাবাব লেদার নামে পথচলা শুরু। শুরুটা ছোট পরিসরে হলেও এখন ৮ বছরে নিয়মিত ৬৫ জন কর্মী নিয়ে শাবাব লেদারের ব্যাগের পরিসর, জুতার কারখানা সহ নিজস্ব শোরুম রয়েছে। কয়েকটি অনলাইন ও অফ লাইন বাজারও শাবাব লেদার থেকে পণ্য নিয়ে বিক্রি করছে। বেশ কিছু দেশেও এখন রপ্তানি হচ্ছে শাবাব লেদার এর পন্য।

নিগার সুলতানা

সত্ত্বাধিকারী, আরুবাস কালার্স বুটিক

২০১৫ সালে যাত্রা শুরু। এক দশক আগে দেশীয় ফ্যাশন নিয়ে নারীদের জন্য উদ্যোক্তা হয়ে ওঠা সহজ ছিলনা। কঠিন সে পথ পাড়ি দিয়েই আজকের সফল ব্র্যান্ড নিগার সুলতানার আরুবাস কালার বুটিস। সব সময় ইচ্ছা ছিল চাকরি নয় নিজের মতো করা। ফ্যাশন নিয়ে এ দেশীয় ধারণা সব সময় যেমন ছিল সেই ধারার বাইরে এসে কাজ শুরু করেন নিগার।

ঈশিতা জাহাঙ্গীর

প্রতিষ্ঠাতা, কারুপীঠ

স্কুল জীবন থেকে সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে মনোনিবেশ ছিল সব সময়। ভিন্ন কিছু করার কথা ভাবতেন। শিশুদের জন্য কাজ করতে ভালবাসতেন। একসময় পাপেট দলের সাথে যুক্ত হয়ে পড়লেন। পাপেট শো নিয়ে কাজ করতে গিয়ে থিতু হলেন পাপেট শো নিয়ে। তার কাছে এটি শুধু শিল্প নয়। অনাবিল আনন্দের মাধ্যম। তাই চাকরির পাশাপাশি কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। করোনার ধাক্কায় কিছুটা থমকে যায় তবে থেমে যায়নি ঈশিতা। আর্থিক কষ্ট, পারিপার্শ্বিক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও পাপেট শো নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন তিনি। পাপেটের মাধ্যমে ক্রাফটিং, ছড়া বলা, অভিনয় সবই তুলে ধরেন দর্শকদের সামনে। আনন্দময় শিক্ষার এক অনন্য মাধ্যম ঈশিতার পাপেট শো প্লাটফর্ম কারুপীঠ।

ফাতিমা সুলতানা উর্মি

স্বত্বাধিকারী: Fantastic World (Kids Indoor Play Centre & Swimming Pool)

একজন কর্মজীবী মা থেকে নারী উদ্দোক্তা হওয়ার গল্পটা এত সহজ ছিলনা! 'খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়' থেকে "বিফার্ম" এবং ঢাকায়, 'ইউনিভার্সিটি অফ এশিয়া প্যাসিফিক' থেকে "এমফার্ম" শেষ করে ফার্মাসিস্ট হিসেবে দেশের স্বনামধন্য বেশ কয়েকটি ফার্মাসিউটিক্যালসে দীর্ঘ ১০ বছরের উজ্জল ক্যারিয়ার ছেড়ে শুধুমাত্র ছেলের কারণে উদ্যোক্তা হতে চাওয়ার ইচ্ছাটা কোনভাবেই পরিবারের কোন সদস্যই মেনে নিতে পারেনি! ২০২০ সালের করনার সময় দীর্ঘ তিন মাস লক ডাউনের কারণে ছেলেকে দেখতে না পাওয়ার কষ্টটাই আমাকে জব ছেড়ে উদ্যোক্তা হবার সাহস যুগিয়েছে।

শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের সাথে সাথে খেলার মাধ্যমে অনেক কিছু শেখানোর ব্যবসায়িক চিন্তাকে একটু দূরে সরিয়ে নিজে একজন মা হিসেবে চেষ্টা করছেন শিশুদের fun, games & entertainment এর পুরো একটা package উপহার দিতে।

খুলনাতে " Fantastic World " হয়ে উঠেছে অভিভাবকদের ভরসা স্থল।

জেবিন সুলতানা (জারা)

সত্ত্বাধিকারী, জারা ফ্যাশন

দুই সন্তানের সুন্দর ভবিষ্যতের স্বপ্ন নিয়ে জারা ফ্যাশন যাত্রা শুরু। জারা ফ্যাশন কাজ করে মূলত হোম ডেকর বিশেষ করে বেড শিট নিয়ে। এর পাশাপাশি দেশীয় পোশাক (বক বাটিক) ও পাওয়া যায়। রিসেনেবল প্রাইসে কোয়ালিটি ফুল প্রোডাক্ট সর্বস্তরের মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়াই মূল লক্ষ্য। চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে মুরগি টোলার আমার ছোট্ট কারখানাটি একসম দেশের সকল মানুষের আস্থা এবং ভরসার জায়গা হবে, ফ্যাশনে অনেক মায়েরাই কাজ করবে ঘর থেকে। বাংলাদেশের প্রতিটা ঘরে উদ্যোক্তাদের হাতে থাকবে জারার ফ্যাশনের প্রডাক্ট সেটি স্বপ্ন। স্বপ্ন পূরণে আমার দুটি সন্তানের মত সবটুকু আন্তরিকতা এবং সততা দিয়ে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন জেবিন সুলতানা।

এ্যাপ ২টি গুগল প্লে স্টোর
থেকে ডাউনলোড করে
যথাযথ রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করে
হিসাব খোলা ও লেনদেন করা যাবে

অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি.
Agrani Bank PLC.
Committed to serve the nation

www.agranibank.org

প্রিমিয়ার ব্যাংক
সেবাই প্রথম

সুরক্ষিত ব্যাংকিং-এ বাড়বে সঞ্চয় অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ আর নয়

নিরাপদ ভবিষ্যতের জন্য প্রিমিয়ার ব্যাংকের কনজ্যুমার ব্যাংকিং-এর আকর্ষণীয় অফারের সাথে সঞ্চয় হোক আরও বেশি সহজ।

সেভিংস ডিপোজিট অ্যাকাউন্ট*
- প্রিমিয়ার সুপ্রিম সেভিংস অ্যাকাউন্ট
- প্রিমিয়ার উইমেন্স সেভার্স অ্যাকাউন্ট (সঞ্চিতা)
- প্রিমিয়ার ৫০ প্লাস অ্যাকাউন্ট
- প্রিমিয়ার রেমিট্যান্স সেভার্স অ্যাকাউন্ট

স্কিম ডিপোজিট অ্যাকাউন্ট*
- ডাবল বেনিফিট স্কিম (ডিবিএস)
- মান্থলি ইনকাম স্কিম (এমআইএস)
- সিনিয়র সিটিজেন মান্থলি বেনিফিট স্কিম (এমবিএস)
- ১০০ দিনের এফডিআর

শর্ত প্রযোজ্য

বিস্তারিত জানতেঃ
Customer Care 16411
premierbankltd.com
ThePremierBankPLC.

দি প্রিমিয়ার ব্যাংক পিএলসি.

আপনি জানেন কি?? বিডিবিপিএলসি. ই একমাত্র সরকারী ব্যাংক যার কোন মূলধন ঘাটতি নেই!!

"মিলিয়নিয়ার ডিপোজিট স্কীম"

মাসিক কিস্তির পরিমাণ	স্কীমের মেয়াদ (বছর)	গ্রাহক কর্তৃক জমাকৃত মোট টাকার পরিমান	সুদ/মুনাফার পরিমান	মোট প্রদেয়
১৪,১০০	৫	৮,৪৬,০০০/-	১,৮৩,০২৩/-	১০,২৯,০২৩/-
৫,৯০০	১০	৭,০৮,০০০/-	৩,৪৮,৩৫০/-	১০,৫৬,৩৫০/-
৩,২৫০	১৫	৫,৮৫,০০০/-	৪,৯৭,৮৪১/-	১০,৮২,৮৪১/-
২,০০০	২০	৪,৮০,০০০/-	৬,৩৪,৩৮৩/-	১১,১৪,৩৮৩/-

★ বিধি মোতাবেক সরকার নির্ধারিত হার অনুযায়ী উৎসে কর এবং আবগারী শুল্ক প্রযোজ্য হবে।
★ আজই আপনার নিকটস্থ ব্রাঞ্চে যোগাযোগ করুন।

"মাসিক মুনাফা স্কীম"

একালীন জমাকৃত মূল টাকা	৩ (তিন) বছর মেয়াদী		৫ (পাঁচ) বছর মেয়াদী	
	সুদের হার	মাসিক মুনাফা	সুদের হার	মাসিক মুনাফা
৫০,০০০/-	৯.০০%	৩৭৫/-	৯.৫০%	৩৯৬/-
১,০০,০০০/-	৯.০০%	৭৫০/-	৯.৫০%	৭৯২/-

★ বিধি মোতাবেক সরকার নির্ধারিত হার অনুযায়ী উৎসে কর এবং আবগারী শুল্ক প্রযোজ্য হবে।
আজই আপনার নিকটস্থ ব্রাঞ্চে যোগাযোগ করুন।

Bangladesh Development Bank PLC.

বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক পিএলসি.
শতভাগ রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক

Hotline 24/7 16805

হেড অফিস: বিডিবিপিএলসি ভবন, ৮ রাজউক এভিনিউ, ঢাকা-১০০০,
ফোন: ০২-৪১০৫৩১৫৪-৫৫, www.bdbl.com.bd

দিন-রাত ২৪ ঘন্টা সোনালী ব্যাংক আপনার সেবায়

প্রবাসীরাও বিদেশে বসেই
Sonali eSheba অ্যাপস এ
মাত্র ২ মিনিটে হিসাব খুলতে পারবেন

- ঘরে বসে মাত্র ২ মিনিটে একাউন্ট খোলা
- ইনকাম ট্যাক্স/ভ্যাট/ ট্রাভেল ট্যাক্স পরিশোধ
- একাদশ/দ্বাদশ/ অনার্স ভর্তি ফি প্রদান
- HSC/ সমমানের ফর্ম ফিলাপ ফি প্রদান
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বেতন/ ফি/বুয়েট ফি প্রদান
- বাংলাদেশ হাউজ বিল্ডিং ফাইনান্স এর কিস্তি প্রদান ও অন্যান্য সেবা . . .
- প্রবাসীরা বিদেশে বসেই একাউন্ট খুলতে পারবেন

২৪/৭ হটলাইন
১৬৬৩৯
+৮৮০৯৬১০০১৬৬৩৯

Download on Google Play

Download Link
https://www.sonalibank.com.bd/SonalieSheba.php

সোনালী ব্যাংক পিএলসি
বিশ্বস্ত ও স্মার্ট
www.sonalibank.com.bd

Aspire
INSPIRE LIVING

ASPIRE IS A
PREPAID CARD FOR STUDENTS

Use Local & International	POS, Online & ATM Transaction Facilities	5 Years Card Validity
EMV Chip Card	Discount Facility at Selected Merchant Points	Reloadable Prepaid Card
Loading from Any Dhaka Bank Branch	Fund Transfer Through EFTN/NPSB	BOGO Offer Available

16474
+৮৮০৯৬৭৮০৯৬৪৭৪
আইএসডি/ওভারসিজ কল-এর জন্য
www.dhakabankltd.com

DHAKA BANK PLC.

ডেসকো'র
মোবাইল অ্যাপস
ব্যবহার করে সেবা নিন
বিদ্যুৎ সমস্যা
No Tension
সমাধান
আপনার মোবাইল ফোনে
ডেসকো ছিত্রর অ্যানক
অনলাইনে ডেসকো'র বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ
বিদ্যুৎ বিল সংক্রান্ত সকল তথ্য
মাসিক বিদ্যুৎ ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্য
নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ সংক্রান্ত সেবা
নিকটস্থ সেবা কেন্দ্রের ঠিকানা স্বয়ংক্রিয়ভাবে গুগল ম্যাপে প্রদর্শন
বিদ্যুৎ বিভ্রাট বা সেবা সংক্রান্ত প্রয়োজনে কল বাটনে চেপে সরাসরি অভিযোগ কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন
মতামত/প্রতিক্রিয়া ই-মেইল বা মোবাইলে প্রেরণ
বিদ্যুৎ বিভাগ
তথ্য ও সেবা
১৬৯৯৯
DESCO
POWER IS YOURS
ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি (ডেসকো) লিমিটেড

শিক্ষা, ক্যারিয়ার, উদ্যোগ ও উন্নয়ন নিয়ে সরকারী অনুমোদনপ্রাপ্ত মাসিক
স্বপ্নশীলন
বাঁধ ভেঙে দাও...
লেখা আহ্বান
স্বপ্নকথন ঃ নতুন বছরে আপনার স্বপ্ন সম্ভাবনা আর প্রত্যাশার কথা লিখুন
স্বপ্নশৈশব ঃ বাল্যবেলার দিনগুলো কেমন ছিল? কীভাবে কেটেছে সেই নানা রঙের দিনগুলো? শৈশবের সেইসব স্মৃতিকথন লিখে পাঠান
স্বপ্ন শিক্ষা ঃ প্রিয় ক্যাম্পাসে পদচারণা, পড়ালেখা, সংগঠন, স্বপ্ন, প্রেম নিয়ে অম্ল মধুর অভিজ্ঞতা লিখে পাঠান
স্বপ্নযাত্রা ঃ দেশে বিদেশে বেড়ানোর স্মৃতি গুছিয়ে লিখে ছবিসহ পাঠিয়ে দিন ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ এর মধ্যে
01712-952995
shopnoshilon@gmail.com

স্বপ্ন সংবাদ

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে শুরু হচ্ছে টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্টশীপ

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলের ১৮৯তম সভায় উপাচার্য প্রফেসর ড. মোঃ রেজাউল করিম ও একাডেমিক কাউন্সিলের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ। তারিখঃ ২৬-০১-২০২৫ খ্রিঃ

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়েরএকাডেমিক কাউন্সিলের ১৮৯ তম সভা আজ রবিবার (২৬ জানুয়ারি) বিকেলে শহিদ তাজউদ্দীন আহমদ প্রশাসনিক ভবনের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন একাডেমিক কাউন্সিলের সভাপতি, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. মোঃ রেজাউল করিম।

সভায় খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি ডিসিপ্লিন থেকে প্রতি টার্মে স্নাতকোত্তর পর্যায়ের ৫ জন শিক্ষার্থীকে টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে নিয়োগের পলিসি অনুমোদন দেওয়া হয়। নিয়োগ প্রাপ্ত টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্টদের প্রশিক্ষণ ও সম্মানীপ্রদান করা হবে। তারা বহির্বিশ্বের উন্নত বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো শিক্ষার্থী ও শিক্ষা কার্যক্রমের মানোন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

সভায় রিক্রুইটমেন্ট অব এডজাংক্টফ্যাকাল্টি পলিসি ও অনুমোদন দেওয়া হয়। এর মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের উন্নত বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষকবৃন্দের খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে এডজাংক্টফ্যাকাল্টি হিসেবে কাজ করার দ্বার উন্মুক্ত হলো। এটি খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যপ্তি ও শিক্ষা-গবেষণা কার্যক্রমকে বিশ্ব দরবারে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

বুয়েটের ভর্তি পরীক্ষায় মেধা তালিকায় যমজ দুই ভাই

দুই যমজ ভাই নাহিদুল ইসলাম ও মাহিদুল ইসলাম। দেখতে হুবহু এক রকম। দুজনকে আলাদা করে চেনা মুশকিল। কম্পিউটার প্রোগ্রামার হওয়ার ইচ্ছা তাঁদের। সে কারণে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার পর দৈনিক ১৫ ঘণ্টার মতো লেখাপড়া করেছেন তাঁরা। এক সঙ্গে দুই ভাই প্রস্তুতি নিয়ে ফল ও পেয়েছেন। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েটে) ভর্তি পরীক্ষায় নজর কাড়া সাফল্য তাঁদের। মেধাতালিকয় প্রথম দিকেই রয়েছে চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ের দুই ভাইয়ের নাম।

নাহিদুল ও মাহিদুল চট্টগ্রামের মিরসরাই উপজেলার জোরারগঞ্জ ইউনিয়নের মধ্যম সোনাপাহাড় এলাকার জসিম উদ্দিনের ছেলে। বুয়েটের এবারের ভর্তি পরীক্ষায় মেধা তালিকায় নাহিদুল ইসলাম ৫২তম ও মাহিদুল ইসলাম ১০১তম স্থান অধিকার করেছেন।

Western Engineering Group

About Us:

- Western Engineering (Pvt.) Ltd. (WEL) established in 1998.
- Focus on shaping the future of the nation through impactful contributions.
- Specializes in construction of hydraulic structures, water control systems, bridges, roads, and highways.
- Expanded into various sectors including Cement, Jute products, GEO-textiles, Renewable Energy, and Eco-friendly initiatives.
- Modernized and mechanized equipment with over 581 pieces currently in use.
- Completed 66 projects worth approximately BDT 3800 Crores.
- Currently undertaking 52 ongoing projects valued approximately BDT 4000 Crores.
- Acquired 41 modern dredgers for river dredging, establishing as a leading dredging company in Southeast Asia.
- Brought Tiger Cement under its umbrella to reinforce construction initiatives.
- Comprised of a team of highly skilled professionals including licensed engineers, architects, project managers, and technicians.
- Utilizes cutting-edge technology, expertise, and competitive pricing to deliver projects on time and within budget.
- Received "Special" recognition for outstanding contributions and high-quality performance.

Our Sister Concerns

Scan Me For More Details:

Address: TCB Bhaban, 10th Floor, 1 Kawran Bazar, Dhaka-1215
Phone: +88-0255013801-4, +88-0255014025-26
E-mail: info@westernengineeringbd.com
Web: www.westernengineeringbd.com

সিটি ব্যাংক পিএলসি

সিটি ব্যাংক সেন্টার
২৮ গুলশান অ্যাভিনিউ, গুলশান-১, ঢাকা
16234 citybankplc.com

সিটি ব্যাংক™
মেকিং সেন্স অব মানি

সিটি ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট খোলা মানেই ইন্সট্যান্ট ব্যাংকিং

প্রয়োজন যেমনই হোক, ব্যক্তিগত কিংবা ব্যবসায়িক, সিটি ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট খোলার সঙ্গে সঙ্গেই পেয়ে যাবেন ইন্সট্যান্ট পার্সোনালাইজড ডেবিট কার্ড ও চেক বই। আরও থাকছে সিটিটাচ ডিজিটাল ব্যাংকিং ও দেশজুড়ে ৩০০+ এটিএম বুথে টাকা জমা ও উত্তোলন সুবিধা। আমাদের ইসলামিক ব্যাংকিংয়েও এই সুবিধাগুলি উপভোগ করতে পারবেন।

ভরসার ব্যাংকের সঙ্গে পথচলা শুরু হোক আজই।

- ইন্সট্যান্ট ডেবিট কার্ড
- ইন্সট্যান্ট চেক বই
- সিটিটাচ ডিজিটাল ব্যাংকিং
- ২৪/৭ টাকা জমা ও উত্তোলন সুবিধা